মরুমায়া

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পাঁচ সিকা

উৎসর্গ

জ্যোতি,

মাথার ঘাম ও প্রভুপদধূলি
গুলিয়া, ললাটে তিলক লেখি'
আমি আনি টাকা,—তুমি গো লক্ষ্মী
বাজাইয়ে দেখ খাঁটি কি মেকি।
মনে, গৃহকোণে কি আবর্জ্জনা
নিত্যই কর সম্মার্জ্জনা!
সত্যই কহি, অয়ি মোর
বহিরন্তর-গৃহ-গৃহিণী!
তব মার্জ্জনা বিনা এ মূঢ়ের—
রহি' যেত সব শ্রীহীনই।
এ মরু-প্রাণের তুমি মেঘমায়া,
নিদাঘ-তরুর তুমি তলছায়া;—
ছায়ার মতন মায়ার মতন
তুমিও কি মোর ক্ষণিকা?—
—ক্ষণিক-তুষ্ট ভাগ্যদেবীর—
অমৃত-প্রসাদ-কণিকা?—
নিরুপায়, তবে নিরুপায়,
করিব না আর হায় হায়,—
মরীচি-বাঁধন বেঁধে ছায় যথা
তরুসাথে তরুছায়া,
এ মরুমায়ার বেদনে বাঁধিনু
মরু আর তার মায়া।

যতি।

শুদ্ধি-পত্র

খাতার ১০৬এর পাতায়
'ডাঙার কবির' 'ডাঙা'
বন্ধুবরের ছাপের চাপনে
ভেঙে' হ'য়ে গেল 'ভাঙা'।
ফিরে' আসে কবি ২৬ পাতে,
ভাবিয়া 'অথই থই',
বন্ধু আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
কোরে দিল 'অর্থই'।
কহিল বন্ধু—ষত্বে ণত্বে
কেন মিছে মারামারি?
কত-না দীর্ঘ হ্রস্ব হ'য়েছে,
কত কমা হ'ল দাঁড়ি!

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

মরুমায়া

অন্বেষণ

আপন জ্বালার আলেয়া-আলোকে
রাঙিয়া জীবন-অন্ধকার—
ফিরি বন্ধুর সন্ধানে।—
বনের জোনাকী শুধায়,—ঝলকে
ঝলকি' দাহন-ছন্দ তার—
'কোন্‌খানে ভাই, কোন্‌খানে?'

অন্বেষণ

অন্ধগহন মেঘকান্তারে
ছুটে পথহারা বিদ্যুৎ ;
তমিস্রঘন ব্যোম-পারাবারে
ফুটে উল্কার বুদ্‌বুদ !
হেথায় নাই, সে হোথাও নাই ;
কোথায় কোথায় ? কোথাও নাই !
তবু বন্ধুর সন্ধানে,
কেন ছুটে মরি দাহন-গর্ব্বে
আমি জানি আর মন জানে।

আলেয়া

আপন জ্বালার চকিত আলোকে
অন্ধ জলার বুকে
অলীক আলেয়া ঘুরে মরি মোরা
অহেতুক কৌতুকে।

যারে পাই নাই তারে হারাইয়ে
খুঁজে ফিরি দেশে দেশে,
যা কোথাও নাই তাই খুঁজে পাই
সহসা পথের শেষে।

অকূল অশ্রু-কালীদহে মোরা
ক্ষণিক কমল-ভ্রান্তি ;
গাহনসিক্ত বিষ-বাষ্পের
দাহনদীপ্ত শ্রান্তি।

মোরা— জ্বলে' নিভি, নিভে' জ্বলি গো।
পাগল হাওয়ার বন্ধুর স্রোতে
হাবুডুবু খেয়ে চলি গো।

আলেয়া

সাঁঝের আঁধার ঘিরে চারিধার,
হু হু বহে ভিজে হাওয়া ;
ধিকি ধিকি ধোঁকে আকাশের কোঁকে
যত আলো এলো-পাওয়া।
দূর দিগন্তে শঙ্কিত গ্রাম
ঘুমায় তিমির মুড়ি',
ধূ ধূ প্রান্তরে তখন মোদের—
সুরু হয় লুকোচুরি।
পেয়ে পথহারা নিরীহ পথিকে
পথ দেখাইয়ে যাই,
মরণ-দুয়ারে পঁহুছিয়া কহি—
'পথ নাই, পথ নাই !'
মোরা— নিজে জ্বলি, পরে ছলি গো !
অচল আঁধারে চপল উল্কা
যত চলি তত জ্বলি গো !

মৎস্য-শীকার

ওগো মেছুরিয়া ভাই !
ক্ষণেক দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে মৎস্য-শীকারে যাই।
ঘুমিয়ে ও জেগে, জেগে ও ঘুমিয়ে রাত যদি কেটে যায়,
দীর্ঘ অলস বর্ষাদিবস কাটিবারে নাহি চায়।
কর্ম্মবিহীন কাটাইলে দিন ধর্ম্মনাশের ডর ;
তোমার সঙ্গে ভিড়ে' যাওয়া ছাড়া নাহি গত্যন্তর।
ছিপ সূতো টোপ্ ফাৎনা বঁড়্শি হরেক-গন্ধী চার !—
এ অর্ব্বাচীন তোমারি উপর দিতেছে সে সব ভার।

প্রতিদিন প্রাতে একা যাও ভাই আমার দুয়ার দিয়া,
আজিকে বন্ধু চলগো শীকারে আমারে সঙ্গে নিয়া।

সেদিন দুপ'রে মাচার উপরে,—সে ত ব'সেছিলে তুমি ?
মেঘ-ভাঙা রোদে বিলের শেহালা গুমটে উঠিছে গুমি'।
উড়ে মাছরাঙা, দূরে তীরস্থ জীর্ণ অশথশাখে
সন্ধানশীল শকুনি ও চিল কেঁদে উঠে থাকে থাকে।
চাহি' আন্‌মনে জলছবি-পানে কাটিছে তোমার দিন,
ফাৎনার সনে ক্ষণে ক্ষণে আঁখি একাগ্র, উদাসীন।
সবভোলা কোন্ স্বপনের মাঝে, ফাতার চকিত নৃত্যে
চমকি' জাগিয়া চেপে ধরো ছিপ আশা-উন্মুখ চিত্তে।
টোপ খেয়ে কভু পলায় শীকার, কখনো বঁড়্‌শি গিলে,—
চক্রচ্যুত দ্রুত চলে সূতো, কভু নিস্ফল ঢিলে!
মেছুরিয়া উদাসীন!
পাও নাই পাও, আসো আর যাও, তীরে ব'সে কাটে দিন।

নদী খাল বিলে, দীর্ঘিকা ঝিলে, সব ঠাঁই ধরো মাছ,
চুনো পুঁটি রুই মৃগেল কিছুই নেইকো তোমার বাছ।
কাল বৈকালে রাজ্‌ড়ার খালে 'লোভা'য় ধরিলে শোল,
পরশু প্রভাতে ক্ষেমির ডোবাতে পুঁটিতে ভরিলে খোল।

মৎস্য-শীকার

কত মতলব, নব নব টোপ, নিত্য নূতন চার,—
ঘ্যাঁচ্‌রা আন্‌কা ভাসা ডুবো কারো নেই তাহে নিস্তার।
মেছুরিয়া নিরদয়,—
জলের মৎস্য ডাঙ্গায় তুলিতে কি হর্ষবিস্ময়!

নদীর ও কূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,—
তখনো বন্ধু, ছিপটী তোমার সম্মুখে থাকে ফেলা।
চিক্কণ কালো জলে,
মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণসর্পের মত চলে।
দূর পল্লীতে বেজে যায় শাঁখ, জ্বলি' উঠে দীপশিখা,
থামে ছায়ানট, ঢাকি' দিক্‌পট নামে মায়া-যবনিকা।
তখনো কিসের আশে,
তোমার নয়নে ঢেউএর মাথায় ফাৎনার ছায়া ভাসে?
গভীর আঁধার জলতলে কোথা ঘুমায় মাছের ঝাঁক,
বর্ষারাতেও তার মাঝে বুঝি প'ড়েছে কাহার ডাক!
নূতন চারের উতল গন্ধ আকুল করিল কারে?
বহু সন্ধানে পরমানন্দে তোমার ফাৎনা নাড়ে।
টানিতে তোমার ডোর,—
বঁড়শির 'কালা' বিঁধিল কপালে, কি তার কপালজোর!
'আপাল' কাটিয়া ঝাঁপায় লাফায়, ছিপের সঙ্গে খেলে,
তোমার লীলায় অকূল তাহারে কূলপানে ক্রমে ঠ্যালে!

মেছুরিয়া, মেছুরিয়া !
কাটে যদি রাত, কাটে না ত দিন, চল ভাই সাথে নিয়া।
মিথ্যা বন্ধু লিখিব পড়িব, শেষটা মরিব দুখে,
তোমার মতন মৎস্য ধরিব,—খাইব পরম সুখে।

নবান্ন

এসেছ বন্ধু? তোমার কথাই জাগ্‌ছিল ভাই প্রাণে,—
কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রাণে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।
লেপিয়া আঙিনা দ্যায় আল্‌পনা ভরা মরাইএর পাশে;
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যজি' এবার নিবসে চাষে।
এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পড়ে মই!
দাওয়ার খুঁটীতে ঠেস্ দিয়ে বসো,—সে দুখের কথা কই।

বোশেখ, জ্যষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন,—
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্য্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল কোরে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা।
কার্ত্তিকে দেখি চারিদিকে,—একি! এবার ত নহে ফাঁকি!
পাঁচরঙা ধানে ছক্-কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।

অঘ্রাণে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি—ফসলটা নাবী, আরও ক'টা দিন যাক্,
ভরা অঘ্রাণে ঘটেনা-ত কোনো দৈব দুর্বিপাক।
মরাই-সারাই শেষ কোরে, সবে খামারে দিইছি হাত,
কাল্‌কে হঠাৎ,——
বন্ধু, দোহাই, তুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্ভ,—
ক্ষমা করো সখা,—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূর-দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জড়ির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে' নেমে আসে মানস-মরালশ্রেণী,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী।

নবান্ন

উঠোনা বন্ধু, অঘ্রাণ মাস,—তাহে নবান্ন ভাই,
আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।
বারবেলাটুক্ কাটুক্ দেবতা, ঘুরে আসি ক্ষেতখানা,
মইডলা ভুঁই ঘেঁটে খুঁটে' আনি যা' পাই ধানের দানা।
চিরান্নহীন নবান্নদিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুভখনে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি' পরস্পরে,
চরম প্রণাম করিব যখন,—বন্ধু, মাথার কিরে—
ফণায়িত করে আশীষ ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে।

শিবতাণ্ডব

আজি—ভেঙেছে ভাঙের ঢুল,
ভেঙেছে ভোলার ভুল,
রেঙেছে সে নবজাগা আঁখি রে!
চাহিয়া সে চারিপাশ
হেসেছে অট্টহাস,
ধোরেছে যুগান্তের ফাঁকি রে!
ববোম্ ববোম্
চমকি' সূর্য্য সোম
ধূর্জ্জটী আরম্ভে নৃত্য,—
নেচে উঠে দিমি দিমে
ডম্বরুডিণ্ডিমে
পতিতের ব্যথিতের চিত্ত।

শিবতাণ্ডব

ত্যয়্ তাতা থৈ থৈ,
ত্যয়্ তাতা থৈ থৈ,
তাথৈ থৈ থৈ তাথৈয়া,—
ঐ নাচে শঙ্কর,
নাচে প্রলয়ঙ্কর,
নাচে ভয়ঙ্কর মাভৈঃয়া।
দোলে ঐ অম্বর
নীলে টইটম্বর,
মাঝে তার মন্দার নাচে ঐ!
তন্ময় আঁখি মুদি'
মথি' মরণাম্বুধি
তাণ্ডবে নাচে মরণঞ্জয়ী।
তারকায় তারকায়
ও চরণ নেচে যায়,
চিরদাহ নিবে যায় স্পর্শে,
রসাতল মেপে' মেপে'
বিপুল চরণ ক্ষেপে—
কভু নভে উচ্ছ্রিত হর্ষে!
শিরে উড়ে জটাজাল,
গলে দোলে কঙ্কাল,
ভালে শশী চাহে নিস্পন্দে,

দিকের চক্রবাল
টল্ টল্ খায় টাল,
নাচে কাল ভৈরব ছন্দে!
ববম্ববম্ বম্
উঠে ফাঁক, পড়ে সম্,
ইন্দ্র বরুণ যম মরে রে!
ব্রহ্মা সে পায় লাজ,
বিষ্ণু নমিছে আজ
সসম্ভ্রমে মহেশ্বরে রে!
হানে প্রলয়াম্বুদ
অর্ব্বুদ রবি বুধ,
বুদ্‌বুদ্ সম ফুটে অঙ্গে,
চরণে কি কল্লোল!
ঝঞ্ঝামথনলোল
কারণ-নীলাম্বু-বিভঙ্গে।
অসীম ধৈর্য্যবান
চির প্রতীক্ষমান্
মহাকাল ক্ষেপে' আজ নাচে রে!
এ ব্রহ্মাণ্ডটায়
ভাঙিয়া দেখিতে চায়
তরুণ গরুড় কিনা আছে রে!

শিবতাণ্ডব

নাচে নাচে শঙ্কর
চির-বিষজর্জ্জর
প্রলয়ঙ্কর তাতা থৈয়া,
জ্বালার নবৌষধি
নবনীত উঠে যদি
স্বষ্টির পচা দধি মইয়া!
রয় কত সইয়া?
ত্যয়্ তাতা থৈয়া!
ত্যয়্ তাতা ত্যয় তাতা
তাথিয়া তা থৈয়া!

বিভীষণ

ভাই নিয়ে এল হরণ করিয়া পরের পরমা নারী,
প্রজার মাঝারে কামুক রাজার চরম কেলেঙ্কারী!
চুপ কোরে যদি দেখি,
বল তবে আজ, তোমাদের মতে উচিত হইত সে কি?
লঙ্কেশ্বরে শঙ্কা না কোরে কোরেছিনু প্রতিবাদ,
যুগে যুগে তাই রটাও কি ভাই মোর নামে অপবাদ?

বিভীষণ

পার হ'য়ে এল প্রবল বৈরী সাগরে জাঙাল বাঁধি';
লঙ্কার দশা ভাবিয়া পড়িনু ভাইএর চরণে কাঁদি'।
মরণ-দম্ভে মাতি'
সবার সমুখে সভায় বসিয়া সে ভাই মারিল লাথি!
আমি তাহা সহি নাই;—
তোমরা কি চাও খৃষ্ট নিমাই হবে রাবণের ভাই?

আর কোন পথে সে অপমানের না দেখিয়া প্রতিকার
গিয়েছিনু বটে রামের নিকটে শুধিতে লাথির ধার।
রাজার খাতিরে হজম করিয়া সে আত্ম-অপমান
নিরাপৎ-বৈরাগ্যে করিলে আত্মার সন্ধান
হয়ত হইতে খুসি!—
রক্ষের দেশে সে প্রথা ছিল না, কেন মোরে কর দুষী?

দুর্দ্দিনে শুধু আশ্রয় নহে, মিতা বোলে কোল দিল,
সমর-সাগরে অপরিচিতেরে তরণী সমর্পিল!
সেই পুরুষোত্তমে
দেখনি তোমরা, তাই ভাব আমি প'ড়েছিনু মোহে ভ্রমে।
ঘরের খবর রঘুবরে যদি সব ক'য়ে দিয়ে থাকি,—
মোরে দুষ' বৃথা,—দেখনি তোমরা সে দু'টি কমল আঁখি।

লাথিমারা পদে পূজি নাই, তাই কহ বিশ্বাসহন্তা ?
জানা ত ছিল না অহিংস হয়ে লাথি শুধিবার পন্থা।
কহ যে দেশদ্রোহী,—
মাটী, জল, বায়ু, পশু, পাখী, নর, বল কারে দেশ কহি ?
মাটীটাই যদি দেশ তোমাদের—লঙ্কা ত আজও আছে ;
রাক্ষসকুলে তবু আমি আছি, রঘুকুলে কেবা বাঁচে ?

চিরজীবী আমি, ত্রেতা হ'তে হেথা দেখিতেছি বসে' বসে',
কত বিষফল ফলা'ল মানব এই মাটী চষে' চষে' !
না বুঝে' মাটিরই ফাঁকি
মাটীর ঘটের সমুখে রাঘব উপাড়িতে গেল আঁখি !
সেই হ'তে লোক গড়ি' নব নব দেবতা সে মাটী নিয়ে
যুগে যুগে প্রাণ দিল বলিদান মাটীর মাদক পিয়ে।
ল'য়ে এই মৃত্তিকা
কত মহাবীর স্বহস্তে ভালে পরিল মৃত্যুটীকা !
মোহিনী মাটীর অতুলন স্নেহ তিল তিল হ'য়ে জমা
কত না সুন্দ উপসুন্দের রচিল তিলোত্তমা !

বিভীষণ

এ যুগের চোখে পুরানো মাটীর নব মায়া পুনঃ লাগে,
সে যুগের সেই মৃণ্ময়ী আজ চিন্ময়ী হয়ে জাগে।
আজি এ মাটীর প্রেমে
দিকে দিকে জাতি মরণ-সাগরে স্রোতে স্রোতে আসে নেমে।
তারি আহ্বানে ডালি ভরে' আনে ধন প্রাণ মান দেহ;
বুকের শোণিতে শোধে তারা, হায়, এ মরা মাটীর স্নেহ।

ত্রেতায় যে পূজা পেয়েছিল প্রজা, দ্বাপরে যা রাজা পায়,
কলিতে কঠিন মূক মৃত্তিকা সেই পূজা ফিরে চায়।
স্বর্গ হ'তেও গরীয়সী কিনা স্বদেশ জন্মভূমি,
স্বর্গ ত নাই, কেমনে যাচাই করিবে সে কথা তুমি?
এও বড় বিস্ময়—
গরীয়সী ফেলে' দলে দলে দলে স্বর্গে না গেলে নয়!

মাটী যদি হ'ত মাতা,—
তর্পিতে তায় লাগিত কি লাখো পুত্রের কাঁচা মাথা?
মৃৎ-রূপে-রূপে মা রাজে স্বরূপে,—শুনে' এই রূপকথা
দেখিলাম আমি যুগে যুগে নর সহে নব নব ব্যথা।

মরুমায়া

রক্তপিপাসা ভক্ত সাজিয়া পূজে মৃণ্মহামায়া,
স্বার্থ-প্রদীপে পুরোহিত করে আরতি আপন ছায়া।
মিছে, ওরে সব মিছে,—
মাটীর প্রেমের হেমকুরঙ্গ বনে বনে ছুটাইছে।

আমি চিরজীবী, যুগে যুগে ভাই মিটানু অনেক সাধ,
ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, জানি সকলেরই স্বাদ।
এই বুকে আমি ধরিয়াছি সেই পরমব্রহ্ম রামে,
রাজ্য কোরেছি মন্দোদরীরে লইয়া আপন বামে।
রাজসূয়ে দেখি' ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের খ্যাতি,—
মরণ-দুয়ারে হেরেছি তাহার পথ-কুক্কুর সাথী!
কোথা সে লঙ্কা, কোথা অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম?
কোথা সীতারাম, কৃষ্ণার্জ্জুন? সবই এক পরিণাম!
চারিদিকে ভাঙে সাগরের বুক
তরঙ্গ কি ভীষণ!
মাঝে শুধু জ্বলে রাবণের চিতা—
চিরজীবী বিভীষণ!

———

দুঃখের পার

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপর্ঝরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ !
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ?

বিধবা ভিখারী পাঁচী, একটি ছেলে,—
তার ভালে জুটিল না ঢোঁড়া কি হেলে ;
খাঁটী বামুনেরই শাপ,
কাটিল কেউটে সাপ,
যে দিন ছ'দিন পরে পথ্য পেলে,
ঢোলে প'ল মা'র কোলে মায়ের ছেলে।

পথ্য পায়নি, আজ পথ্য পেতো
কেউটের বিষে যদি বেঁচে সে যেতো।
ছাইকুড়ে মান-তলে
দীনের ফসল ফলে,
তাই তুলে' চালে জলে সিজায়ে খেতো,
পাঁচী যদি শুখা কাঠ কুড়াতে পেতো।

শুখা কাঠও পেয়েছিল এই বাদলে,
তাই হয়,—যার যবে বরাত খোলে।
আনন্দে ভুখা ছেলে
ছেঁড়া কাথা টেনে' ফেলে'
ছাইকুড়ে মান খুঁড়ে' যেমনি তোলে,
'মাগো !' বোলে ছুটে' এসে পড়িল ঢোলে।

দুঃখের পার

চেপে নামে বারিধারা উপর্ঝরণ,
পাঁচীর চ্যাঁচানি আদি হ'ল অকারণ।
স্থির হ'য়ে অবশেষে
ব্যাপারটা বুঝেছে সে,
তবু বেহুলার কথা হইল স্মরণ।
বিধবা মায়ে কি মানে ছেলের মরণ?

মরা-ছেলে-কোলে পাঁচী ঘরে একেলা
অকূলে ভাসিয়ে দিল কলার ভেলা!
বাদলায় বাদলায়
দিন যায় রাত যায়,
মরণ-বিজয়ী প্রেম খেলিছে খেলা;
মেঘ-আড়ে ফাঁকি দ্যায় শ্রাবণ-বেলা।

যে-দুখ ঘুরিয়া মরে দেহের পাকে,
পৌঁছে না আত্মার উপর-থাকে—
সে-দুখের পারাবার
পাঁচী কি হ'য়েছে পার?
যে-পারে বসিয়া কবি এ ছবি আঁকে,
সেথা সে পৌঁছেছে কি? শুধাই কাকে?

আকালের পটোল

(ছন্দ—গতিস্থং গতিস্থং ইত্যাদি)

পটোল তোল
পটোল তোল ;—
ভাঙন্—'পর গাঙের চর,
ঢালের শেষ, আলের থর,
শ্যামল ঢেউ—পটোল ভুঁই ;
কোথায় কেউ ? শুধুই তুই।
ফসল তোল্ কোমর সুই',
কপালটার—কপাট খোল !
পটোল তোল,
পটোল তোল !

আকালের পটোল

ফুলের ফল, ফলের ফুল,
পাতার ডগ, লতার মূল ;—
খসোর খস্, খসোর খস্,
চলিস্ হুঁস্ চরণ-বশ !
নজর রাখ না পায় ফাঁক
ডাগর, হোক্ অপোরকোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল !

আলের গায়, খালের ছায়,
কালের ফল করুণ চায় ;
পটাস্ পট্ পটাস্ পট্
ছিঁড়িস্ সব স্নেহাস্পদ ;
তাতেই পোর্ আখের তোর,
কাঁখের তোর ঝুড়ির খোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল !

চোপ'র দিন কুপোরকাৎ,
মাজায় তোর চাগায় বাত !
তাতেই খাট্ দোমোরপাট,
ফসল কর্ কোমরজাৎ ;

মরুমায়া

খাটোন্ বই ভুলিস্ কই
পেটের খোল, বুকের টোল?
পটোল তোল,
পটোল তোল!

স্মরণ কর সে বৈশাখ,—
মরণ-চর বাজায় শাঁখ!
নটন্নাথ—নটন্সাথ
টলল্ টল্ দিকের চাক!
ঘূরণবায় উড়ন্ পায়—
জোইঠ যায়,—জঠর লোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল!

আষাঢ়, তায় সুসোর কৈ?
শ্রাবণ যায় ঝরণ বই।
বাদরহীন ভাদর দিন,—
হঠাৎ বান অর্থই থই!
ডাঙার ধান, জলের টান;
গাঙের বান—ডুবায় জোল!
পটোল তোল,
পটোল তোল!

আকালের পটোল

গগন-কোণ-আসীন্ রে,
আশিন্-রাত-শশিন্ রে!
শুনিস্ তুই এ ক্রন্দন—
চিরন্তন অরন্ধন?
ভরাই নাই 'মরাই' ভাই!
ঝরাই তাই চোখের কোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল।

শীতের কোপ অসম্ভব,—
আঢ়র বুট গহম্ যব
রবির নিজ ফসল সব
তুষারঘায় ধূসর শব!
ধূ ধূঃ ধূঃ পাটল মাঠ
লুটায় দিক্ দিগঞ্চল।
পটোল তোল,
পটোল তোল!

ফাগুন মাস জাগায় ভুল,
লাগাই চাষ পটোলমূল।
খালের শীষ আলের 'পর
পাতায় তার পাতার ঘর;

মরুমায়া

ফুলের থর, ফলের ভর,
মলয় বায় দোদুল্ দোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল!

বরষ-শেষ-চাঁদের সাথ
ডুবায় কাল চোইৎ রাত!
অদর্শন ভোরের পিক
বিদায়খণ কাঁদায় দিক;
উতল মন! নূতন সন—
সহিত আজ সাহ্নিৎ খোল্
পটোল তোল,
পটোল তোল।

———

ফেমিন্-রিলিফ্

আয় আয় আয় রে!
বেলা ব'য়ে যায় রে!
দারুণ আকালে হায়, বিধাতার করুণায়—
রিলিফ্ নেমেছে ভাই গ্রামের সীমায় রে!
বেঁধে নে বেঁধে নে শিরে—
পাক-দেওয়া ছেঁড়া বিঁড়ে,
কাঁধে তুলে' নে রে ভাই কোদাল ও চুব্ড়ি;—
দেখো দেখো মতি মিঞা পোড়ো নাকো থুবড়ি'!

মরুমায়া

ওদিকে হ'তেছে বাঁধা বসোয়ার বোরো-বিল,
এদিকে হ'তেছে খোদা শুক্‌নো সাগর-ঝিল।
তিন আনা চৌকা,—
ভুখা পেটে খেটে খা,
দলে দলে লেগে যা',—
কে বলে কঠিন মাটী? না পোষায় ভেগে যা।

ঘরে ব'সে মড়কে
চ'লেছিলি নরকে,
না হয় কোদালহাতে মর্‌বি এ সড়কে।
খাট্‌ তবে খাট্‌ রে!
ডোঙা পেট কোঙা কোরে গোঙা মাটী কাট্‌ রে

যা বলি তা বলি ভাই, মাটীটে কি রুগ্ন!
মাংসের লেশ নাই, হাড়গোড় শুক্‌নো।
ঝাঁ ঝাঁ করে দিক্‌ রে!
রোদে ফাটে টিক্‌রে,
ঠনকি টন্‌কো মাটী কোপ উঠে ঠিক্‌রে।

হাত্তোর ভগবান!
দিলি কি কঠিন প্রাণ,
কাঁকুরে এ কড়া ঢ্যালা তারও চেয়ে কড়া জান!

ফেমিন্-রিলিফ

ঠিক্ রোদে খাটি রে,
কত মাটী কাটি রে,
না জানি সে কত বড় যারে দেবো মাটী রে!

—এঁই—ঝুড়ি, চোপ্ চোপ্!
হেঁই মারো মারো কোপ্,
কারো' পরে নেই কোপ,
শুধু কোদালের কোপ্!
আয় দাদা আগিয়ে,
ঝুড়ি ধর্ বাগিয়ে,
তাতাপোড়া দেহ-খানা দিস্ নেকো রাগিয়ে।

জোয়ান রে হেঁইয়া!
ভ্যালা মোর ভেইয়া!
আমি কাটি কপাকপ্,
তুই তোল্ টপাটপ্,
মেলে' ছুটো পাঁজ্রা,—
খাঁজ্‌কাটা ঝাঁঝরা—
মাজাদোলা ছুট্‌পায়ে ফেলে আয় ঝপাঝপ্।

পিল্ পিল্ পায় পায়,
পিঁপড়ের সার যায়,—
দীর্ঘ দীঘির গায়,
হায় হায় হায় রে!

মরুমায়া

মেটে কুলি যায় রে,—
পেটের কি দায় রে!
তবু ত পেটের ঋণ
জমে' যায় দিন দিন,—
বে'মুন রেঙুন্-খুদে
সুদ শুধু যাই শুধে',
প্রাণটাকে যত কসি, ধড় করে ঝিন্ ঝিন্!

ওকি, ওরে মেষ্টা!
পেল বুঝি তেষ্টা?
তোদের কষ্ট মেটে তারই ত এ চেষ্টা।
এবারের বৈশাখ
পিপাসাটা চেপে রাখ;
প্রাণপণ কুদ্‌লে'
এ দীঘিটা খুদ্‌লে'
নাগাৎ শ্রাবণ ভাই,
জলের কি ভাবনাই?
যত জলকষ্ট
একেবারে নষ্ট;
তুই যদি না থাকিস্—তোরই সে অদষ্ট!

ফেমিন্‌-রিলিফ

দফাদার মামা গো!
মাটী না এ ঝামা গো?
যাই হ'ক রফামত তোর মুখ থামাবো।
সবই জানো বাপধন! খেটে' সারাদিনটে,
রোজগার দু'আনার, খেতে পেট তিনটে।
তারও এক আধ্‌লা!.........
দাঁড়িয়ে যে বাদ্‌লা?
ছেলেটা? বালাই গেছে, তুই ভাই কোদ্‌লা।
এই ছোঁড়া সুখলাল!
কোন্‌ দুখে মুখ লাল?
মোড়লের পো বোলে কি কম কোরে দেবে গাল?
ওই মোলো ছুঁড়িটা,—
ছুঁড়িটা না বুড়িটা?—
নাহক্‌ হুঁচুটে' পোড়ে ভাঙে নয়া ঝুড়িটা।
কি কর রহিম চাচা এই বুড়ো বয়সে!
লুকিয়ে চৌকো চাঁচা! ধর্ম্মে কি সয় সে?
আচ্ছা, বলত চাচা, এত যারে ডাক্‌লে—
সে বিধি মেহেরবান
হিঁদু না মোছলমান?
পোড়াব না গোর দেবো দেহখানি রাখ্‌লে?

দূর হোক্—মাটী কাটো, কেবা জানে কিসে কি;
যতই ঘুলিয়ে দাও, তেলে জলে মিশে কি?

খেতে পাও নাই পাও শুধু চল কুপিয়ে,
বুড়ী বেটী মাটীটাকে আগাগোড়া চুপিয়ে;

মায়াবিনী: শয়তানী চির বহুরূপী এ!
কার ধন ছ্যায় হরি' কারে চুপি চুপি এ!

মারো এরে কুপিয়ে।—
বুকে বুঝি মুখ ব'য়ে খুন ঝরে টুপিয়ে!

চল্ চল্ কুপিয়ে!
কেবা শোনে কার কথা? কাঁদিস্‌নে ফুঁপিয়ে;
কোপের উপর কোপ ফ্যাল্ ঝুপ্‌ঝুপিয়ে!

কোদালের মুখ হ'তে নে-রে চাপ লুফিয়ে,
চল মাটী কুপিয়ে;—
চৌকার চারকোণ ঠিক মাপ-জুপিয়ে।

খুন ঝরে টুপিয়ে রে, জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
ওই ছ্যাখ্ চৌকোর চারদিকে গল্‌দি।

আমার চৌকো মেপে' পাবে কেউ ফাঁক কি?
বুকে তার সাক্ষাৎ শিবরূপী সাক্ষী।

হেঁই চল্ কুপিয়ে,
শক্ত বেহায়া মাটী রক্তেতে ছুপিয়ে।

ফেমিন্-রিলিফ

খাল ধরে বুকে রে!
খুন ঝরে মুখে রে!
মাটীর কঠিন টানে শির পড়ে ঝুঁকে রে!
ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্—জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
কড়া রোদে খামকা কে গুলে' দিল হল্‌দি?
ডুব্‌লো কি চাকি ওই?
পূবকোণে দু'কোদাল এখনো যে বাকী ওই।
কোদাল কি হাতে নেই? নেই কুছ্ পরোয়া,
মাটীটুকু দাঁতে কাটি এ মোদের ঘরোয়া।
নখে দাঁতে মাটী কাটি, ভ'রে নেই আঁজ্‌লো;
মাটীকাটা প্রাণ আজ মাটী পেয়ে বাঁচ্‌লো!

কাঁদিস্‌নে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌ গো!
আজ ত কেটেছি মাটী পূরো এক চৌকো।
বুকে পিঠে মাটী চাপে! এ মাটী কে মাপে রে?
হক্ মাটী মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে!
মাপদার! মাপ দাও ও হাতেরি মাপা ওই
নয়নজলের আমি নিমকহারাম নই!

নূতন পথে

ওগো পথের সাথী !
বাঁধা-পথের সাথী !
শোন গোপন মনের কথা তোমারে কব ;—
এই ধুলায়-ছাপা
বুকে পাথর-চাপা
সদা হুরু হুরু গুরু গুরু চাকায়-কাঁপা
সিধা বাঁধা-রাজপথে আমি আর না র'ব।
আজ নয়নে প'ড়েছে মোর পন্থা নব,
ওই 'পাওটা' পথের আমি পথিক হ'ব।

নূতন পথে

বামে তর-তর ভরা গাঙ্ শাওন-রাঙা,
ডানে থর-থর খাড়া পা'ড় ভাঙন্- ভাঙা ;
গাঙ্-শালিখের দল
খোপে কলচঞ্চল
যেথা বেণার শিকড় ধরি' ঝুলিছে ডাঙা ;
সেই উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা
পাউড়ির বুকে আঁকা
যে পথ ভাঙে ও গড়ে নিত্য নব,—
আজ সে পাওটা-পথে একা পথিক হ'ব।

অথই সাগরকূলে বালুর বেলায়,
খোলা হাওয়ার দোলায়,
যেথা বেলা অবেলায়,
যত দলে দলে পলে পলে ঢেউএর খেলায়,
ওগো যে পথ মুছে ও রচে নিত্য নব,—
আমি সে পাওটা-পথে একা পথিক হ'ব।

ভরা ভাদরে
মাঠ ভরে আদরে
যবে বাদর-হাওয়ার সুখে
তরুণ ধানের বুকে
চিক্কণ শ্যাম ঢেউ চোল্‌কে উঠে ;

তারি মাঝে এঁকে' বেঁকে'
আলে আলে বুক রেখে,—
ওই ওই দেখা যায়,
ওই কোথায় লুকায়!
চলে যে পথ পিছলি' যেন আল্‌-কেউটে!
ঘন গহন মেঘে
দুঃ—স্বপন লেগে'
উঠি' চমকি' জেগে'
বাঁকা বিদ্যুৎ এঁকে চলে যে পথ ক্ষণিক,
আমি সে পাওটা-পথে একা হ'ব রে পথিক

নিঃশেষশস্য ধূ-ধূসর চরে,
চাষা গতর ঢেলে'
চলে লাঙল ঠেলে,'—
যেন ঘুমন্ত মা'র বুক আঁচড়ে ছড়ে
কে দুরন্ত ছেলে
মাইএ দুধ না পেলে'।
সেথা ফালের মুখে
ভাঙা আলের বুকে
নিতি যে পথ ঘুরিয়া ফিরে ইচ্ছা-সুখে;

নূতন পথে

যেই চিকণ প্রভাতী পথ গোধুলি-বেলায়
খেই হারায়ে ফেলায়
ঠিক—দুপুরের চাষে তোলা মাটীর ঢ্যালায়,
ভর্—সন্ধ্যায় আলেয়ায় হারায় যে দিক্—
আমি সে পাওটা-পথে একা হ'ব রে পথিক।

সঙ্কটময় ঐ নীল অচলে
গিরি—সঙ্কটে সঙ্কটে যে পথ চলে;
দিন দুপ'রে অন্ধকার,
সারে-সার দেওদার,
শাল-বট-গাম্ভার-গহন-তলে—
তলে যে পথ চলে;
যেথা নিবারে বারণ-বরে রণজীগিষু—
নিঃ—শঙ্ক সঙ্গীহীন সিংহশিশু;
ঘোর দুর্গম বন্ধুর যে পথ ধোরে,
বনে বনান্তরে
ঢুঁড়ে' হারানো শিকার একা ফিরাত ঘোরে;
কালো বর্ষার বারিধার যে পথ কাটে,
যেই পিছল বাটে
যেতে বাজায়ে উপলঝাঁঝ চপল নাটে
চির—দুরন্ত ঝর্ণাও পা টিপে' হাঁটে;

যেই পথের ধারে
প'ড়ে পথের পাষাণ,
চির চোখের ধারে
করে দুখের আসান্;
সেই চোখের জলে
যবে তুষার ফলে,
ঢাকে অচিন্ পথের রেখা তুহিন-তলে;
যেই অচল-পথ-চলায় পিছল অধিক,
সেই পাওটা-পথের একা হ'ব গো পথিক।

ওগো পথের সাথী,
রাজ—পথের সাথী!
আজ পাওটা-পথের পানে
টানে পা কেন কে জানে!
নূতন নিরাশে প্রাণ উঠেছে মাতি'।
যত একা-চলা খেয়ালীর পায়ে উৎকীর্ণ
বঙ্কিম কামচর পথ সঙ্কীর্ণ;
সাথের সাথীর ঠাঁই
সে পথের পাশে নাই,—
বিদায় বিদায় ভাই,
ছাইল রাতি,
হায় পথের সাথী!

শাওনরাতি

ওগো শাওনের রাতি যেয়ো না!

তারাহারা, কুণ্ঠিত, কালো মেঘে গুণ্ঠিত,

নীল আঁখি মেলি' আর চেয়ো না!

যেয়ো না শাওনরাতি যেয়োনা!

মরুমায়া

আজি ওই ঝর ঝর চিরন্ত নির্ঝর,
দূর দূরান্তে ঝরে সঘনে;
অন্ধ অনন্তের ক্রন্দনছন্দের
সান্ত্বনা-গান উঠে গগনে!
র'য়ে র'য়ে সন্ সন্ অশান্ত সমীরণ,
চম্ চম্ তড়িৎ-চমক!
গর গর গর্জ্জে গুরু দেয়া তর্জ্জে,
চিতে লাগে ভীতির ধমক।
কান পেতে শোন দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জ্জে শাবক-হারা বাঘিনী?
ও কোন্ বেদিনী মেয়ে অমন কাঁতুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী!

তবু শাওনের রাতি যেয়ো না!
শঙ্কা-বিকল প্রাণে, ক্রন্দনে অভিমানে
ওই গান বৈ আন গেয়ো না!
হের, তোমারি চোখের জলে আমার ফসল ফলে,
মরা গাঙে ভাঙিছে ভাঙন;
তোমার হতাশ-শ্বাসে আমার সুনিদ্ আসে
হে উদার ব্যথিত শাঙন!

শাওনরাতি

যবে, গম্ভীর শ্যামকায় চঞ্চলা চমকায়,—
রস-আশা মানসে শিহরে,
রাগিয়া বিমুখ পিয়া, মেঘরবে কম্পিয়া
চকিতে চাপিয়া বুকে ধরে!

শোন শোন শাওনের রাতি গো!
এই যে নিবানু ঘরে বাতি গো!
অকূল ও কালো বুকে এ তরী ভাসিল সুখে,
ডুবে যদি কিই ক্ষতি তায়।
হে মোর অনিদ্-সাথী শাওনের শেষরাতি!
পোহায়ো না, মিনতি তোমায়।

নষ্ট-চন্দ্র

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী তিথি সন্ধ্যা হ'তেছে পার,—
সারাদিন কেঁদে' ভাদ্রবধূর এখনও আনন ভার;
আঁধার আকাশে নিরালায় বসে,'—আলুথালু তার বেশ,-
আঁখি মুছে' বধূ বাঁধিয়া তুলিছে এলানো মেঘের কেশ।
সহসা দিকের বাঁধে
উঁকি মেরে' লাগে অপকলঙ্ক চিরকলঙ্কী চাঁদে।
খুলে' দেখি পঞ্জিকা,—
জ্যোতিষের মতে আজ রজনীতে নষ্ট-চন্দ্র লিখা!

ছুটে' পলাইল সচকিতা বধূ আঁধার আঁচল সারি',
উঠে এল চাঁদ আব্‌ছায়া তালবনের আড়াল ছাড়ি'।
জ্যোৎস্না-উজল সুধা-ঢল-ঢল তরুণ মূর্ত্তিখানি,—
দিকে দিকে দিকে তরুণী তারকা গুণ্ঠন দিল টানি'।
ঘরের গৃহিণী বধূরে ডাকিয়া শাসন করিয়া কহে,—
এমনই কি কাজ? নশ্চন্দ্রের রাতে কেউ ছাদে রহে!
চিরচঞ্চলা গুণ্ঠন-খোলা কিশোরী কুমারীদল
নত আঁখি ঢাকি' হাতের আড়ালে করে ঘোমটার ছল।
বিরহিণী করে শয়নশিয়রে বাতায়ন দিতে যত্ন;
সন্ধ্যা না হ'তে অর্গল দিল সস্ত্রীক স্মৃতিরত্ন।
নির্জ্জন পথে চিররূপখোর চলে অচকোর চন্দ্র,
রূপ-মহলের অন্দরে আজ বন্ধ সকল রন্ধ্র।

ভরা বর্ষায় দেখিনি কখনো এহেন ফর্সা রাত,
নীলাকাশে শুধু চতুর্থী চাঁদ করিছে অশ্রুপাত!
হেরি' তার দুখ ভারী হল বুক, ভাবিলাম মনে মনে—
নহি আমি খোস্‌নামী কি কামিনী, তবে কেন অকারণে
অপকলঙ্কভয়ে সারারাত কাটাইব মুখ ঢাকি'?
স্পষ্ট চাহিনু নষ্ট-চাঁদের নয়নে নয়ন রাখি'।
চিরকলঙ্কী চাঁদ,
মনে হ'ল মোর শিরে কর রাখি' করিল আশীর্ব্বাদ।

অপবাদে অপমানে,
নীল জলে সে যে ডুব দিল রাতে কখন তা কেবা জানে !
তখনো ধরণী কলঙ্কভয়ে চাহেনি ঘোমটা তুলে',—
প্রভাত-আকাশে মরা চাঁদ ভেসে' লাগে পশ্চিম কূলে।
আরবার হ'ল দেখা,
মরা মুখে তার ছিলনাকো আর তিল কলঙ্ক-রেখা।
সকল চিহ্ন লুপ্ত হইল ধু ধু ধু সূর্য্যোদয়ে ;—
বিশ্ব তাহারে দেখিল না ফিরে মিছে কলঙ্কভয়ে।

কহিল সকলে,—গোষ্পদজলে হেরি' ঐ চাঁদ দৈবে
নিজে ভগবান হ'ল হয়রান,—তোমার কি অত সইবে ?
শুনে' হেসেছিনু আমি ;
সাথে হেসেছিল অন্তরে বুঝি মোর অন্তরযামী !
তখনো নষ্ট-চন্দ্রের গুণ বুঝি নাই সম্যক্—
ব্রাহ্মণে দান করিনি, শুনিনি কাহিনী স্যমন্তক।

তারপর হ'তে রটে বিধিমতে অপকলঙ্ক মোর ;—
কেহ বলে আহা অতি সজ্জন, কেহ বলে ডাহা চোর !
কেহ কহে ওটি আসল ভ্রমর, কেহ কহে ভীমরুল্ ;
কেহ বলে কুষ্মাণ্ডখণ্ড, কেহ বলে যুঁইফুল !

বান্ধব অরি নির্ব্বাক করি' রটায় বিজ্ঞ শঠে—
সবটা সত্য না হোক্—তা বলে' যা রটে তা কিছু বটে !
বন্ধু আমার গোপনে রটান্—যা শোন সত্য সবই,
ও-ত যে সে নহে, মদনুগ্রহে ভাবী ও অভাবী কবি !

বন্ধুগো বহু কলঙ্ক বহি' হইল অহঙ্কার ;
তাই ভেবেছিনু বহিতে পারিব অপকলঙ্কভার।
আজি মিটিয়াছে খেদ,
বুঝিয়াছি প্রাণে কলঙ্ক আর অপকলঙ্কে ভেদ।
অপরাধী চাঁদ চতুর্থীরাতে ডুবে' মরে' গেল বেঁচে !
আমার জীবনে পাকা কলঙ্ক প্রতিদিন নামে কেঁচে !
ব্যথিত বক্ষে বহি যে বন্ধু শত সত্যের ক্ষত,
কৌতুকে তাহে মিথ্যার নুন ছিটাইছ অবিরত !
মার্জ্জনা আজ চাই,
শপথ তোমার, এ জীবনে আর চাঁদে চাহিব না ভাই !
নাস্তিক হয়ে নিস্তার ছিল, বুঝেছি অসংশয়,
নশ্চন্দ্রের দর্শন কভু ফস্‌কে যাবার নয়।

শরৎ আকাশে

কাল নিশীথের গগনার্ণবে
তুফান উঠিল খুবই,
হ'য়ে গেল বুঝি বর্ষার শেষ—
মেঘের জাহাজ-ডুবি !
দীর্ণ তাহার পাঁজরার কুচো,
জীর্ণ টুক্‌রো হাল,
সারা রজনীর ঝঞ্ঝাক্ষত
ছিন্ন ভিন্ন পাল।

শরৎ-আকাশে

মগ্নপোতের দিক্‌বিলগ্ন
ভগ্ন অংশ যত
আজি শরতের সুনীল আকাশে
ভাসিছে ইতস্ততঃ।

ওই অনন্ত নীল সমুদ্রে
আজিকে আমার মন
ডোবাজাহাজের খণ্ড ধরিয়া
করিছে সন্তরণ!
বাঁচিবার তরে অতিনির্ভরে
যারে করে আশ্রয়,
শুভ্র আশার অসার ভরসা
নীলে ডুবে হয় লয়।
যায় ডুবে' যায়, পুনঃ ভেসে' হায়
যা পায় আঁকড়ি' ধরে;
পার হবে বোলে অপার সাগর
প্রাণপণে সন্তরে।

মরুমায়া

বর্ষার শেষ মেঘের জাহাজে
পাড়ি দিতেছিল যারা,
কাল শেষরাতে তরণীর সাথে
তলায়ে গিয়াছে তারা।
আমি অভাগ্য শরৎ-প্রভাতে
একাকী ভাসিয়া চলি,
ক্ষুদ্র বাহুর লুব্ধ তাড়নে
সাঁতারি' আপনা ছলি।
রৌদ্রোজ্জ্বল হাস্য-নিঠুর
সুনীল মরণ-সিন্ধু,—
তারই মাঝে ওই হাবুডুবু খায়
নিরুপায় প্রাণবিন্দু।

———

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

কতদূর, আর কতদূর ?—মোর যাত্রার কোথা শেষ ?
স্বর্গ কি ওই জীবতরুহীন তুষারের মরুদেশ ?
জানি নিবিবে না প্রজ্জ্বলন্ত এ চিতের পরিতাপ,—
ভেবেছিনু তবু, মরণ আসিয়া জুড়াবে দেহের তাপ।
এখন বুঝেছি প্রাণের আগুন এমনই ঘিরেছে দেহ,
শীতল করিতে ব্যর্থ হইবে মৃত্যু-পরশ-স্নেহ !
ওই চিরহিমময়
স্বর্গে পশিলে সশরীরে, যদি এ জ্বালা শীতল হয়।

হোথা কি ধরণী স্বর্গের লোভে উঠিয়া উর্দ্ধমুখী
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গ তুলি' সুরপুরে দিল উঁকি ?
সেথা, স্বর্লোকে কি পড়িল চোখে, হতভাগিনীর ভাগ্যে ?
কোমল সে প্রাণ আজিকে পাষাণ সীমাহারা বৈরাগ্যে !
অপার তাহার হিম-প্রান্তরে শুভ্র চিরতুষার
নিখিল অশ্রু জমাট করিয়া ঘুমায় নির্ব্বিকার !
সব কলরব স্তব্ধ নীরব ;—ওই পথে যেতে হবে,
মর্ত্তলোকের ব্যর্থতা যত বহিয়া সগৌরবে।

ধর্ম্মের নেশা ছিল মোর যাই পাশার নেশার সনে,
তাই পাঁচ ভাই বনবাসে যাই অকাতরে, অকারণে।
সে ধর্ম্মবলে কুরুক্ষেত্র করিনু উত্তরণ,
ক্ষুদ্র ভারতে মহাভারতের করে' গেনু পত্তন !
এতদিন সাথে ছিল সেই ভাই,—মহিষী যাজ্ঞসেনী,—
দশ হাতে মোরা বেঁধে দিয়েছিনু লাঞ্ছিতা তার বেণী।
আজি কি তুষার-শয়নে শীতল হ'ল সে পুত্রহীনা ?
শিলা-সমাধিতে অভিমন্যুরে পার্থ ভুলিল কি না ?
হিম-ঝঞ্ঝায় শান্ত হ'ল কি ভীমের ভীষণ ক্ষোভ ?
সময় যে নাই ফিরে দেখে যাই, টানিছে স্বর্গলোভ !
অদৃষ্টে মোর লিখা,
লভিব স্বর্গ,—ধর্ম্ম-মরুর অকরুণ মরীচিকা !

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

চলেছি চলিব একা ;—

তুষারের তীরে স্বর্গ-প্রাচীর ওই বুঝি যায় দেখা ?
দিকে দিকে দিকে ভাতিছে কি ওই দেবের তনুদ্যুতি ?
বুঝি শোনা যায় ইন্দ্রসভায় অপ্সরী গায় স্তুতি !
চল চল মন, কেন অকারণ পিছে চাহ ফিরে ফিরে ?
পথে বিলম্ব ক'রোনা, স্বর্গে যাবে যদি সশরীরে।

যদিও রে নিঃসঙ্গ !

পথের চিহ্ন-হীন প্রান্তরে তুষারে অসাড় অঙ্গ ;
মাঝে মাঝে বোধ হয় শ্বাসরোধ, শিলা-ঝড়ে দেহ বেঁধে ;
—কুরুক্ষেত্রে নরমেধ ? সে ত কেটেছে অশ্বমেধে !
ব্যাস ব'লেছেন আমি নিমিত্ত, ব'লেছেন শ্রীগোবিন্দ ;
চল চঞ্চল, রে অবিশ্বাসী,—বৃথা আপনারে নিন্দ।

—এই ত স্বর্গদ্বার ;—

সশরীরে আমি প্রবেশিব, হায় ! সাক্ষী রবেনা তার ?
দ্রোণ-গুরু-সুত অশ্বত্থামা, শুনেছি অমর সে ত ;
সঙ্গে আনিলে আমার স্বর্গ স্বচক্ষে দেখে' যেত'।
—কে ডাকিছে পিছু ? ওরে কুক্কুর ! আজও সাথে আছ ভাই ?
সব ছেড়েছে রে এ যুধিষ্ঠিরে, তুমি তবু ছাড় নাই ?
এস গো বন্ধু, পুণ্যের বোঝা হ'য়েছে বিষম ভারি,
ক্লান্ত এ শির, চরণ অথির, আর যে বহিতে নারি ;

ধর, ধর তার ভাগ,—
মোর মত দেখি তোমারও বন্ধু স্বর্গের অনুরাগ!
তোরে আশ্রয় করিয়া ঘুরিব স্বর্গের পথে পথে;
গরুড়পৃষ্ঠে হেরিবে মুরারী, ইন্দ্র ঐরাবতে।
ফেলিয়া মর্ত্ত্যে ধর্ম্মার্জ্জিত অমূলক অপবাদ,
চল চল সখা, মিটাই সকায়ে স্বর্গে যাবার সাধ!
এখনও যখন যুধিষ্ঠিরের
পিছন ছাড়নি ভাই,
কুকুর হ'লেও তুমিই ধর্ম্ম;
সন্দেহ তা'তে নাই!

শর-শয্যায় ভীষ্ম

কুরুক্ষেত্রে চিরস্তব্ধ ভীষণ সমর-মন্দ্র ;
অন্তিম নতি লহ ভীষ্মের অস্তোন্মুখ চন্দ্র !
বংশের মোর হে আদি-দেবতা ! দাঁড়াও আঁখির আগে,
মরণ-পন্থে সন্তান তব শেষ স্নেহাশীষ মাগে।

তুমি জানো দেব, কোন গূঢ় খেদে শরের শয্যা পাতি'
শিশুর মতন কাটায় ভীষ্ম দিবসের পর রাতি।
কেন একা অনাদৃত
আপনবংশ-ধ্বংসের মাঝে পড়িয়া জীবন্মৃত!
দেবব্রতের নিজ পৌরুষে অর্জ্জিত অমরতা
হেলায় ফেলিয়া কেন চ'লে যাই,—তুমি জানো সব কথা।

একে একে যবে সাত ভাই ডোবে জননীর স্নেহ-নীরে,
লীলাকৃতার্থ স্বর্গের মাতা স্বর্গে গেলেন ফিরে'!
বিস্মৃতি-তলে মা'র মুখখানি আজও খুঁজি, হায় মোহ!
দেবী হ'য়ে নরে গর্ভে ধরিল,—এই ত অনুগ্রহ।
সেই জাহ্নবী মিটা'লেন যাঁর যুব-চিত্তের ক্ষোভ,
পরিণামে হায় জন্মিল তাঁর ধীবর-সুতায় লোভ!
বৃদ্ধ পিতার সে মত্ততার প্রায়শ্চিত্ত-আশে,
নবযৌবনে কামনা-নাগিণী বাঁধিনু সত্য-পাশে।
রাজ্যের লোভে বংশে যাহাতে না ঘটে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব,
পণ কোরেছিনু—তুমিও তাহাতে সাক্ষী ছিলে ত চন্দ্র!
আজি শর-শয্যায়
মূঢ় কিশোরের সে দৃঢ় দুরাশা মনে পড়ে' হাসি পায়!

কৌরবকুল-গৌরব ভাবি' বিমাতার সুতে পালি',
তুমি জানো দেব, কি অগৌরবে একে একে দিনু ডালি।
'চন্দ্রবংশ নির্ম্মূল হয়',—বিমাতা সাধিয়া কহে ;—
ইঙ্গিত বুঝি' কহিনু,—'জননি, সে ত আমা হ'তে নহে'।
বিস্ময়ে শুনি,—ব্যাসমুনি মোর ঋষিজ কানীন ভাই!
—যত তেজই হায় থাক্ অনলের পোড়াতে পারে না ছাই।
খর দিবালোকে মিটে নদী-বুকে মুনির মনের আশ,
ধরণী সে লাজে আজও মাঝে-মাঝে টানে কুজ্ঝটি-বাস!
শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সম্মতি দিনু, সহজ বুদ্ধি ঠেলে',—
আমার বংশে জন্মিল এসে অন্ধ পাণ্ডু ছেলে!
শোন দেব, মোর শরের শয্যা নহে নহে অকারণ,
কুলবধূ নিয়ে সেই কদাচার, আজিও পোড়ায় মন!
অধর্ম্ম হ'ত! না হয় সেদিনই লোপ হ'ত কুরুকুল ;
সাথে সাথে যত ভারত-ক্ষত্র হ'ত না ত নির্ম্মূল।

জ্যেষ্ঠ রহিল বন্ধ করিয়া আপন অন্ধ কারা,
যৌবনযোগে পাইল পাণ্ডু পিতৃব্যের ধারা।
হীনবীর্য্য সে বসিয়া দেখিল বংশের অপমান,—
দেবতা আসিয়া যুবতী জায়ারে করিছে পুত্রদান!
ছিল বটে প্রথা পিতামহদের আনে ত্রিদিবের মেয়ে,
চতুর দেবতা প্রতিশোধ তাই দিল কি সুযোগ পেয়ে?

দেব-কৃপালোভী তপঃসিদ্ধ মূর্খ মুনির বরে
ধর্ম্ম আসিয়া অধর্ম্ম করে মূঢ় মানবের ঘরে।
ক্ষত্রিয় যুবা মরে ক্লীবহেন বনে রমণীর বুকে!
পঞ্চ পুত্র সাথে ল'য়ে রাণী ফিরে এল অধোমুখে।
পাঁচ জনে কহে পাণ্ডুসুতের পঞ্চ দেবতা পিতা!—
রোমে রোমে মোর শরের বেদন,—আজও তবু ভুলিনি তা'!

দ্বন্দ্ব বাধালো অন্ধের ছেলে দম্ভী দুর্য্যোধন;—
মরণ-তোরণে কেমনে কহি তা একান্ত অকারণ?
দুখ মোর এই—ক্ষত্রিয় হ'য়ে আশ্রয় করে ছল;
মুগ্ধ আমারে কোরেছিল বটে পাণ্ডব-বাহুবল।
আজিও ভুলিনি—পাঞ্চাল-ভূমে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে
একক যুবক অযুত রাজায় বিমুখ করিছে শরে!
সে কি আনন্দ!—প্রভাতে যখন শুনিনু পার্থ সেই।
সে যে কি লজ্জা!—দূতমুখে যবে শুনি পরক্ষণেই—
মাতার আদেশ পেয়ে'
পাঁচ ভাই ভাগে বিবাহ কোরেছে স্বয়ম্বরের মেয়ে।
হে কুলদেবতা! তোমার অঙ্গে কত কলঙ্ক সহে?
পঞ্চপতি কি কুলগত হ'ল? ব্যভিচার কা'রে কহে?
শুধু বংশের কল্যাণ ভাবি' সে বিষও কণ্ঠে ধরি;—
শর-শয্যায় সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

রাজ্য লইয়া কুরু-পাণ্ডবে আবার বিবাদ বাধে;
দম্ভে ধর্ম্মে পাশাখেলা চলে! নীরব রহিনু সাধে?
পাশার বাজীতে রাজ্য হারিয়া রাখিল পত্নী-পণ!
পুত্তলীপ্রায় দেখিনু যা' সব করিল দুর্য্যোধন।
নির্ব্বাক হ'য়ে ভাবিতেছিলাম;—কোন্ লজ্জাটা ভারী?
—পাশা জিনে' রাজা সভার মাঝারে উলঙ্গ করে নারী,—
না,—ব্যসনাসক্ত ধর্ম্ম ওদিকে সত্যের অভিমানে
ক্ষত্র হইয়া দেখে,—পত্নীর কটির বসন টানে?
ভার্গবজয়ী ভীষ্ম সেদিনও আবার করিল ভুল,—
না করি' অস্ত্রে কুরু-পাণ্ডব একসাথে নির্ম্মূল।
তাই সহিলাম—ফাল্গুনী যবে প্রতি ভুল গুণে' গুণে',
রোমে রোমে বিঁধে' দিল অপূর্ব্ব শরের বর্ম্ম বুনে'।

কুরুক্ষেত্র-অবসানে দেব, আজও কি বলিতে হবে,
কৌরব ছাড়ি' কেন কুরুপতি বরে নাই পাণ্ডবে?
কি নৈরাশ্যে রণভূমে পুনঃ বাহুতে পাইনি বল?
দশ দিন ধোরে কেন কোরেছিনু শুধু যুদ্ধের ছল?
বীর্য্য, সত্য, মনুষ্যত্ব—সবই যদি হ'ল ফাঁকি,—
মর্ত্ত্যে কেবল অমরতা নিয়ে কতকাল বেঁচে থাকি?
বৃথা যৌবনে কুল-কল্যাণে ত্যজিনু রাজ্যদারা;
মিথ্যার তরে সত্য যে করে, সে হয় সত্যহারা।

পাপকে পন্থা যে ছ্যায় ছেড়ে, সে লভে না ত্যাগের পুণ্য,
দেব-লীলা ফোটে মানুষ যখন মনুষ্যত্ব-শূন্য :—
শিখণ্ডীপিছে পার্থ যুঝিছে,—হাসে হরি রথোপরে,
ভাগ্যে ভীষ্ম বর পেয়েছিল ইচ্ছামাত্র মরে !
তুমি কি বোঝনি কত দুখে আর স্পর্শ করিনি ধরা ?
অসহ যাতনা, তবু কেন নাই স্বর্গে যাবারও ত্বরা !
ওগো গগনের নীরব সাক্ষী ! তব বংশের শেষ
দেখে যা'ব বোলে শর-শয্যায় প'ড়ে আছি অনিমেষ।

আজ সব সমাপন ;—
বংশের সাথে হ'ল নির্ব্বাণ ভিতরে বাহিরে রণ।
আঁধার নিশীথে তুমিও চন্দ্র চলিলে অস্তাচলে ;
ভীষণ শ্মশানে শবাসনে যত শ্বাপদের আঁখি জ্বলে !
শোণিতগন্ধী মহাপ্রান্তরে ঝিমায় অন্ধ রাতি ;
দেহ খুঁজে' মিছে আত্মা ভ্রমিছে জ্বালি' খদ্যোৎ-বাতি !
দিগন্তে ফুটে তোমার মৃত্যুবীভৎস মুখছবি ;—
ও কি ও ! সহসা জ্বলিয়া পলকে নিবিল কি শত রবি !
ঢাকে চারিধার সচল আঁধার, কল্লোল ক্রন্দন !
প্রলয়পয়োধি ভাঙে সৃষ্টির বেলা-বালু-বন্ধন !

শর-শয্যায় ভীষ্ম

ওকি দেখি পুনঃ ? পাণ্ডুভীষণ সে মহাপ্রলয় বারি
বটের পাতায় পার হ'তে চায় নিরুপায় কাণ্ডারী !
নারায়ণ ! একি দৃশ্য !
প্রলয়মাঝে কি বাঁচিল একাকী শর-শয্যায় ভীষ্ম !

ক্ষমা করো মোর ক্ষণিকের ঘোর হে কুলদেবতা মম !
মরণ-আহত বিহ্বলচিত ভীষ্মের ভয় ক্ষম।
দক্ষিণপথে বিফল হইয়া, কাল হ'তে শুনেছি গো,—
উত্তরায়ণে ছুটিবে ভ্রান্ত গগন-মরুর মৃগ।
চির-তৃষার্ত্ত তেজ-জর্জ্জর সেই তপনের সাথে—
জীবন ছাড়িয়া মরণ-পথের পথিক হইব প্রাতে।
শেষবার মোর প্রণাম লহগো চন্দ্র অস্তগত,—
তুমি জেনে' গেলে কি শর-শয়নে মরিল দেবব্রত।

দুঃখের কবি

আর ওরে গাল দিয়োনা বন্ধু, আজকে শীতলাষষ্ঠী ;—
সোণার স্বরূপই ধ্যান করে মূঢ় কৃষ্ণ-কঠিন কষ্টি।
যদিও গিল্টি ও কালো ফলকে লিখে না রঙিন্ লিখা,
বুকের অতলে অপলক জ্বলে সোণার স্বপ্নশিখা।
ও নাকি শপথ কোরেছে,—'কপালে না জুটিলে খাঁটি সোণা,
আভরণহীন কেঁদে যাক্ দিন, খাদে কভু ভুলিব না'।

দুঃখের কবি

কত ভালবাসে বনফুল সে যে, প্রভাতপাখীর গানে,
কত ভালবাসে রবিশশীতারা,—তারাই বুঝি তা জানে।
ভালবাসে বলে' সবে প্রাণ খোলে, স্নেহ-লাঞ্ছনা সহে ;
যে গোপন ব্যথা কা'রে কহেনা, তা' ওর কানে কানে কহে।
ওরই শিরোনামে সুগন্ধি খামে যুথিকা জানায় জ্বালা,
তাই সে কণ্ঠে পরিতে চাহে না টাট্‌কা গোড়ের মালা।
তারার কিরণ সাঁতারিয়া আসি' কোটী ক্রোশ শীতলতা,
আত্মীয় জেনে কহে তার কানে দারুণ দাহনব্যথা।
সজল মেঘস্তরে
শুভ্র রৌদ্র রক্ত ব্যথার পশরাই খুলে' ধরে।
মুমূর্ষু চাঁদে বুকে ঢেকে' কাঁদে কৃষ্ণা বাদলরাতি ;
উপোসী রূপের অন্তঃপুরে কেঁদে' জ্বলে মোমবাতি।
আপন কণ্ঠে অনুখণ তার ক্রন্দন উঠে, তাই—
যত কান পাতে শোনে দিনেরাতে অফুরাণ কান্নাই।
কাঁদে বোলে ওরে ষষ্ঠীর ভোরে গাল দিয়ে কিবা ফল ?—
কত না প্রলেপে ধরা বুকে আজও তিনভাগই লোণাজল।

সেদিনও বন্ধু মেপেছ ত তা'র অতল অশ্রুরাশি,
জান ত ঘুমায় পাতাল-তলায় কত দুর্লভ হাসি !
সাধ্যমত সে অশ্রু সেঁচিয়া, ভুলিতে ভোলাতে জ্বালা,
বিদ্রূপে বিঁধে' চাহিল গাঁথিতে নিটোল হাসিরই মালা।

দুখ তার এই,—বন্দীকণ্ঠে মালা হয় বন্ধন !
কঙ্কণরূপে শৃঙ্খল আসে, হাসিরূপে ক্রন্দন !
একি যৌবন ?—আজ বাদে কাল করে যে জরার ঘর !
এই কি জীবন ? প্রতি প্রশ্বাসে মরণে যোগায় কর !
ভক্তি প্রেম কি দণ্ডের তালে শ্রীচরণে মাথা ঠোকা ?
মুক্তি কি এই ?—দড়া ছিঁড়ে' ছুটে' সাকিম খোঁয়াড়ে ঢোকা ?

বন্ধু, তবু সে ছাড়েনি যখন রূপরসগন্ধামি,—
সে তোমারই অনুকম্পান্বিত ছন্দানন্দস্বামী !
ক্ষম শুধু ওর যৌবনভোর প্রেমের মুক্তি চাওয়া,—
গোলাপ-ধাঁধার পাকে-পাকে-কাঁদা অন্ধ গন্ধ-হাওয়া ।—
ক্ষমা কোরো ওর সন্ধ্যার ঘোর, দুরূহ আকিঞ্চন,—
মরীচিকা-পান-মত্ত মৃগের আলেয়া-আলিঙ্গন !

তো'হেন বন্ধু বিগ্‌ড়ালো যার, কি তার গ্রহের ফের !
আছে ত জানাই যাবে প্রাণটাই টেনে' বিরোধের জের ।
মিছে অভুক্ত সাধের জীবন কেঁদে' করে বর্‌বাদ্ ;
বাঁধাদাঁতে মূঢ় মিটাক্ না গূঢ় মাংস খাবার সাধ ।
ষষ্ঠীর দিনে ঠেলি' পঞ্চাশ বাসিব্যঞ্জনথালি,
ফুটায়ে দুমুঠো স্বপাক সে মিছে কুড়ায় পাড়ার গালি ।
তুমিও বন্ধু রুষ্ট হ'লে যে বুঝেছি সে কোন্ দোষে,—
অন্ধ হ'য়েও ভিখ্ মাগিল না, কেমনই বা অন্ধ সে !

পিছুহটার গান

পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই!
না হটিয়া পিছে আগে ছুটে' মিছে—
ঘটায়ো না সঙ্কট ভাই!

ভবসংগ্রামে হাঙ্গাম দেখে'
হটে' এসে' উঠে বুদ্ধ,
পিছু হটে' হটে' ফরাসীয় মাঠে
ফতে হ'ল মহাযুদ্ধ।
হটিতে হটিতে মহাত্মা গাঁধি
হাঁটুর উপরে উঠালেন খাদি,
অসাধ্য কাজও হটযোগে আজও
ঘটে' যায় পটাপট্ ভাই।

মরুমায়া

কুরুক্ষেত্রে মেলিয়া নেত্র
হঠাৎ হটিল পার্থ,—
তাইত কলিতে অলিতে গলিতে
গীতোক্ত পরমার্থ।
পিছুহটনের গুহ্য সূত্র
কিছু লিখে' গেল চণকপুত্র,—
শিং আছে যার যেয়োনাকো তার
দশহস্ত নিকট ভাই।

সম্মুখ টানে সঙ্কটপানে,
ধু ধু কর্ম্মের মরুপথ;
পিছে বাপ দাদা কোরে গেছে কাদা
সেথা চেপে বসা নিরাপদ্।
বিষ্ণুশর্ম্মা কহে মারি বেত্,—
'গণস্যাগ্রে নহি গচ্ছেৎ';
গণতন্ত্রীয় এ মূলমন্ত্রে
পিছু হ'তে ঘাড় মটকাই।
কার ঘাড়?—...ড্যাস্ ডট্ ভাই।
পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই।

ছুটি

এ সভায় আমি কেন এসেছিনু, কি জানি কি ছিল কাজ?
ফিরে যেতে যদি কর অনুমতি, ফিরে যাই ভাই আজ।
মুখে সদা হাসি, ভালবাসাবাসি, বুকে কোনও ব্যথা নাই;
চিরউৎসব বেণু-বীণারব,—হেথা কোথা মোর ঠাঁই?
চোখে যার জল, বুকে যার জ্বালা, সে কেন এখানে আসে?
বন্ধুত্বের খাতিরে বন্ধু, দাঁত মেপে' কত হাসে?
ঘরের খবর হে বন্ধুবর, সকলই তো তুমি জানো;
ধনী সুহৃদের সুখ-মজ্‌লিসে, দীন-হীনে কেন টানো?

ভাবি শিখে' নেব বামুনের প্রেম ;—হাতে যে চাষার কাস্তে !
এমনি বরাত হয় লোহু-পাত, সোহাগ করিলে আস্তে।
যত প্রাণপণ করি আলাপন, বিড়ম্বনাই ঘটে ;—
যত মোলায়েম করি শেখা প্রেম, সখাসখী তত চটে।
এই ঢাকাঢাকি, মুখে বুকে ফাঁকি, এ কালী তুরপনেয় ;—
আনন্দ-হাটে অশ্রু কি কাটে ? আমার ফেরাই শ্রেয়ঃ।

মর্ম্ম যাহার চোরা জৌ-গৃহ, ধর্ম্ম যাহার জ্বলা,
মুখে খুলে রেখে হাসির ফোয়ারা মিছে ঘরে পরে ছলা।
ধরণী-গর্ভে অরণি করিয়া কত না তপস্যা যে,—
পাথর হ'য়েও পাথুরে কয়লা লাগে জ্বালানিরই কাজে !
হে তপন, মোর চিত্তগগনে দোলে যে ইন্দ্রধনু,
অশ্রুবিম্বে প্রতিবিম্বিত তোমারই দগ্ধ তনু।
সে সকল কথা থাক্—
অসময়ে ছুটি, না লইয়ো ত্রুটি ; অভাগা ফিরিয়া যাক্ !

দুরন্ত মন মানেনা শাসন, দুঃশাসনের মত
রহস্যময়ী প্রকৃতির ঐ বসন টানিতে রত।
জানি জানি জানি, মানি মানি মানি,—পঞ্চ পতির সতী
অফুরান্ তব মায়া-আবরণে আবৃতা ভাগ্যবতী।

ছুটি

যত টানি তার বাস,—
জীবনাঙ্গনে পুঞ্জিয়া উঠে রঙা মিথ্যার রাশ।
কার পরাজয় পরিণামে হয়, তাও জানে মোর মন,
পতিকরে পুনঃ ক্রুদ্ধা সতীর হবে বেণীবন্ধন;
রণভূমে পাড়ি', কাঁচা বুক ফাড়ি' উষ্ণ-রক্ত-পান!
অমৃতসমান হবে সেই গান, শুনিবে পুণ্যবান।

এত ঝঞ্ঝাটে কাজ কি বন্ধু?
সময়ে বিদায় চাই;
লহগো প্রণতি, দেহ অনুমতি,
মানে মানে ফিরে' যাই।

পাষাণ-পথে

জ্যৈষ্ঠদুপুর চাপিয়া ব'সেছে সেরা সহরের বুকে,
ইঁট-পাথরের বিরাট নগর জ্বরঘোরে যেন ধুঁকে।
আল্‌কাত্‌রার তপ্ত প্রলেপে কাত্‌রায় শিলাপথ,
গলিত সে 'লাভা' দলিত করিয়া চলিছে অগ্নিরথ।
তড়িৎ-পক্ষভরে
রুদ্ধ-শার্সি ঘরের গুমোট্‌ ঘরেই ঘুরিয়া মরে।
পথের দু'ধারে জনতাশূন্য সাজানো পণ্য-বীথি,—
পাষাণে বাঁধানো তা'রি ফুট্‌পাথে মোর আসা-যাওয়া নিতি।

পাষাণ-পথে

পাষাণের বুকে,—যেতে যেতে ভাবি জ্যৈষ্ঠদুপুরবেলা,—
বকুল রোপিল কোন্ অরসিক পথ-কর্ত্তার চেলা ?
কানন-রাণীর শিশুকন্যায় হরণ করিয়া কেবা
লোহার খাঁচায় মানুষ করিয়া করায় পথের সেবা ?
ছায়া বাড়াইয়ে যত পথ-তরু দাঁড়াইয়ে সারে সার,
তারি মাঝে হায় বকুলও বিলায় লাজুক গন্ধ তার !
শ্যামল বনের অমল স্মৃতি কি ফুলে ফুলে আজও ফুটে ?
নবতৃণতরে যে চুম্ব ঝরে,—তপ্ত পাথরে লুটে।
মনে নাই তার বনের বর্ষা, শোনেনি সে কুহুতান,
দলে দলে কাক ডালে ডালে বসি' করে তা'রে অপমান।
আকাশের চাঁদ কখন্ উঠিয়া কখন্ যে ফিরে ঘর,—
পাষাণ-কারায় ফাঁক নাহি পায় বুলাইতে স্নেহকর।
ঈশানের মেঘ বিষাণ বাজায়, পূবে-মেঘে বারি ঝরে,—
জন-শ্মশানের পাষাণ-সোপানে বকুল ঝুরিয়া মরে।

জ্যৈষ্ঠদুপুরে শ্রেষ্ঠ সহরে পথ চলি আর ভাবি,—
কত না বকুল দিল তার ফুল মিটা'তে নরের দাবি !
কত না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ !
দেবে-নরে মিলে' ফুলের কপালে লিখে দিল সেবানন্দ।
ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা,—সেইত চরম সুখ,
ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত'বুক !

যদি সে মোক্ষ চায়,—
ভক্তজনের অঞ্জলিপুটে লুটাক্ দেবতা-পা'য় !
নির্য্যাতনের যতনে ভুলায়ে এইমত বারমাস
ভক্তিবিলাসী বিলাসভক্তে চালায় ফুলের চাষ।
প্রতি সন্ধ্যায় কোটী কুসুমের অকাল মরণ পাতি,'
ঘরে ঘরে নামে খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমের কামুক রাতি।
ভোরের ভক্ত গুণ গুণ গাহি' বোঁটা হ'তে ছিঁড়ি' ছিঁড়ি,'
চন্দন বাঁটি' ফুলে ফুল আঁটি' গাঁথে স্বর্গের সিঁড়ি।
এত শোভা এত মধু এত বাস বিফলে কেন বা যাবে ?—
—অবলা ফুল যে কি বলিতে ফুটে, সে কথা কে কোথা ভাবে?

পাষাণ-পথের বকুলগন্ধে সহসা লাগিল হাঁফ,—
বুঝিনু,—এ চির প্রবঞ্চিতের মর্ম্মের অভিশাপ !
ফুলের গন্ধ নাই নাই ভাই,—কোমলের ব্যথা যত
কঠিনের বুকে বিফল ঘা দিলে লাগে গন্ধেরি মত !

ছাতার কথা

বহুদিন দেখা হয়নি যে সখা, এস এস বস ভাই!
ঘটেছে একটি ছোট্ট ঘটনা, তোমারে শোনাই তাই।
সেদিন বন্ধু, সজলমেঘৈমেঘে ভুরাম্বরতলে
ভাড়া-নৌকায় হারা'নু ছাতাটী ভাদুরে গাঙের জলে।
ছত্রবিহীন ভাঙা সে তরণী, উপরে ও নীচে জল,—
ছত্রমাথায় এক কোণ ঘেঁসে' ব'সে আছি নিশ্চল ;—
অঝোরে ঝরিছে বাদলের ধারা, ঘনায়ে আসিছে রাতি,—
আচম্‌কা এক দম্‌কা হাওয়ায় উড়াইয়ে নিল ছাতি।

মাথা ছেড়ে ছাতা উড়িয়া পড়িল ভাদুরে গাঙের টানে,
দু'বার নাড়িয়া অসহায় বাঁট তলাইল কোন্‌খানে!
'ধর ধর ধর মাঝি!'
দুকূল-হানা সে গাঙে ঝাঁপ দিতে আঁধারে কে হবে রাজি?
ভাবি' নিজ বেয়াকুবি—
নিরুপায় হ'য়ে বসিয়া বসিয়া দেখিলাম ছাতাডুবি!

বাদরের ধারা অধিক আদরে নামিল নগ্ন শিরে,
মেঘ-পারাবার করে পারাপার বিদ্যুৎ ফিরে ফিরে।
মুখে ফেণা উড়ে, ঘূর্ণীতে ঘুরে', বাঁকে বাঁকে মাথা কুটে',
কুটোখানি কেটে' দু'খানি করিয়া খরধার নদী ছুটে'।
তারি বুকে ধীরে ধীরে
জল সেঁচে' সেঁচে' উজায় তরণী লগি ঠেলে' তীরে তীরে।
ঝোপে ঝোপে তটে অশথে ও বটে বাড়াইয়ে কালো মুখ
অন্ধ-রাতের বাসিন্দা যত চেয়ে দেখে কৌতুক।

বন্ধু বন্ধু হায়!
দিনের গরম কেটেছে তখন, কেঁদে মরি ভিজে গায়।
যত চলি আর তত ভিজি ভাই, যত ভিজি তত কাঁপি,
ভাড়া-করা ভাঙা তরীর বুকের সেঁউতিতে জল মাপি!
নায়ের তলায় ঢেউএর বসতি, ঢেউএর তলায় জল,
কে জানে কোথায় ছাতার বসতি সেই অতলের তল!

ছাতার কথা

পেটের উপর বুকের বসতি, বুকের উপর মাথা,
তাহারও উপর সুখের বসতি, মাথার উপর ছাতা।
সে ছাতা কাহারও অমল ধবল, কারও বা তা নিস্কালি,
কারও ঝুলে তাহে মতির ঝালর, কারও খুলে পড়ে তালি।
রোদে আর জলে, খরা কি বাদলে, সমান সাথের সাথী,—
অজানা নদীতে উজানি' চলিতে খোয়ালাম হেন ছাতি!
হোক্ শত-তালি, ছিল সে মাথালি মাথার দুখের দুখী,
আজ তারে ফেলে', লগি ঠেলে' ঠেলে' হইলাম ঘরমুখী।
শুধু মনে পড়ে বাদলের ঝড়ে অকূলে সে উড়ে' পড়া,
অতলের টানে প্রাণপণে তার আকাশ আঁকড়ি' ধরা!
চির-সেবাতুর জনের সে ব্যথা আজ বিঁধে বড় বুকে,—
রোদে জলে দেহ জর্জ্জর, তবু কথাটি ছিল না মুখে!
নূতন ছাতার সাধ নাই ভাই, প্রতিজ্ঞা করেছি যে,—
এবারের মত বাকি বর্ষাটা কাটাইব ভিজে' ভিজে'।
বন্ধু, বন্ধু, ভুলায়োনা দিয়ে নূতন সুখের প্রীতি,
নানান্ দুখের তালিদেওয়া সেই হারাণো সুখের স্মৃতি!

———
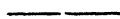
কেতকী

এ বাদলরাতে কেন গো বন্ধু আমার শয়নঘরে ?
মোর মত কি গো নিদ্ নামিল না তোমারও নয়ন-'পরে ?
বাহিরে সহরে কাঁদিছে বরষা, ভিতরে ব'স গো ভাই !
আব্ছা আঁধারে শোনাই তোমারে কেন চোখে ঘুম নাই।

কেতকী

সহরের মাঝে নামিল পশলা, সাঁঝে ফিরিতেছি বাসা,
দেখিতে দেখিতে রাজপথে-পথে জল জমে' গেল খাসা।
বৌবাজারের মোড়ে,—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইএ মাংস থোড়ে,
যে চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়, পা পায় না খুঁজে' পথ,
যেথা যাবতীয় রথের সারথী বারেক থামায় রথ,
যেখানে বন্ধু,—থাক্ বর্ণনা, আসল কথাই কহি,—
পৌঁছিয়ে সেথা সহসা কি ব্যথা উঠে যেন বুক বহি' !
বাদল-মাথায় দাঁড়ানু ক্ষণেক,—ঘুচিল মনের সন্দ,—
আমার বুকের ব্যথা নহে, এ-ত বন-কেতকীর গন্ধ !
ইতি উতি চাহি' পড়িল নয়নে, ঝুড়ির উপর উচ্চ
মালীর মাথায় কুড়ি দুই দেড় কেয়া-কুসুমের গুচ্ছ।
আসি' কাছাকাছি ওরই মাঝে বাছি' কিনে' ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁঝে আগাগোড়া ভিজে' খুসিমনে এনু বাড়ী।
শয়নঘরের দুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী তুলিল মনের সুখে।

বাহিরে তখনো ঝরিছে বর্ষা, থাকে থাকে ডাকে দেয়া,
ভিতরে আমার শয়ন-শিয়রে গন্ধ ছড়ায় কেয়া।
রাত দু'পহর, স্তব্ধ সহর, কাঁদে নিশি নিশ্চন্দ্রা,
কেতকী-গন্ধে কত কি ভাবিতে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা।

… … … … কে জানে সে কোন্ বনে,
কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে' আঁধারে সংগোপনে !
শ্যামপাতে ঢাকা শ্বেত কিসলয়, তাহে ঢাকা পীত রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু ।
এল বায়ুরথে মত্ত ভ্রমর নূতন মধুর লোভে,
তরুমূলবাসী বিষভুজঙ্গ ফণা তুলে' ফোঁসে ক্ষোভে ।
বাদল দারুণ, বিধি অকরুণ,—কি হ'তে কি হ'ল হায় !
গন্ধ ধরিয়া সহরের মালী গ্রাম ছেড়ে বনে যায় ।
উড়ায়ে ভ্রমর মারি' বিষধর সহরের পাকা মালী
বৌবাজারের মোড়ে বিকাইতে কেয়ায় ভরিল ডালি ।
তারি মাঝে যারে বাছিয়া আদরে আমি আনিলাম ঘরে,
এ বাদল রাতি যারে করি' সাথী কাটাই কাব্যভরে,
যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে !
আধঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্ব্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগা'য়ে ফাঁসি !
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা !
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম প্রাণবন্ধো !
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে' মৃত কেতকীর গন্ধ !
হাঁকিল পাহারা,—উঠি' ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি,—
ঝর ঝর ভুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগ রাশি !

কেতকী

কাঁটা বিঁধে' হাতে বুঝিনু,—স্বপন, আমারই মনের ভুল ;
দুপ'র রাতের ঘুম মাটী করে দু'পইসে কেয়াফুল !

সে হ'তে বন্ধু হায় !

এমন ঠাণ্ডা বাদল রাতেও জেগে' বসে' আছি ঠায় !
বনের বেদনা পথে বিকাইছে,—কি মোর কপাল-ভোগ,—
গন্ধের লোভে কিনে' এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ !
চোখে মুখে গায়ে কে যেন মাখায়ে দিয়েছে লঙ্কাবাঁটা,
বুকে ফুটে আছে কেয়ার গন্ধ হাতে ফুটে আছে কাঁটা।
বাহিরের জ্বালা জ্বলায় ভিতর, ভিতর জ্বালায় বা'র,—
—জ্বলে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ-বাতি পথে পথে সারে সার।

ওগো জাগরণ-সাথী !

কখন কাটিবে অনিদ্-রাতি এ, নিবিবে পথের বাতি ?
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘুমায় যামিনী, আমি কান পেতে থাকি,
যদি ডেকে উঠে অরুণ-বিহীন ভোরের করুণ পাখী !
ঘুম ঘুম ঘুম,—কোথায় বা ঘুম ? হায় গো বন্ধু হায় !
বাদল-মেঘেতে অস্ত-চাঁদের আঁদল কি দেখা যায় ?
নয়নের নিদ্ নয়নে রুধিতে আঁখিপাত মুদি মিছে,—
অন্ধ আকাশে উড়েছে সে কেয়াগন্ধের পিছে পিছে।

মরুমায়া

পথে পথে রাতে এই বর্ষাতে তুমিও যে ঘোর' ভাই,
তোমারেও তবে ধোরেছে বন্ধু আমারই অনিদ্রাই !
মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন্ কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা ?

লীলাকীর্ত্তন

জীবনে আমার যত না দ্বন্দ্ব,—কবি-অকবির লীলা এ ;
বিচিত্র তব লীলার ছন্দে দেখ ত বন্ধু মিলায়ে।
পঞ্জরমাঝে খঞ্জনী বাজে, এস অন্তর্য্যামী গো !
অন্তরে বসি' লীলাকীর্ত্তন করি আজ তুমি আমি গো

ভাবের আকাশে কল্পনারথে বন্ধু গো, রাতদুপুরে
গীতলোকে উড়ি' সুর-অপ্সরী নাচাই ছন্দ-নূপুরে।
রসের সাগরে পাল তুলে' ধোরে মানিনা হালের যুক্তি ;—
অপরূপ-লাভে বঞ্চিত, শেষে রূপসাথে করি চুক্তি।
তনুর ভাঁটীতে অতনু-লাবণি, ফেনায়ে উঠে যা সত্ত,
লক্ষ সূক্ষ্ম পরশের নলে চুঁয়াই তা হ'তে মত্ত।
করি' নব নব ফন্দি,—
ফুলের বাহির করিয়া গন্ধে করি তারে শিশি-বন্দী।
অরূপ-কোঠায় উঠিতে রূপের চোরাসিঁড়ি রাখি লাগায়ে ;
যৌবনমধু লেহিয়া লেহিয়া প্রেমতৃষা রাখি জাগায়ে।
তুচ্ছে ধরিয়া উচ্চ করিতে লীলা, মোর লীলা, অপরূপ !
বাঁটা গন্ধের প্রলেপে ডুবায়ে ঝাঁটার কাটিতে গড়ি ধূপ।
মিলন-যামিনী বিভোর করিতে শয়ন-শিয়রে উক্ত
ধূপের কপালে আগুন জ্বালায়ে গন্ধেরে করি মুক্ত।
কোলের সেতারে ঘা দিয়ে কাঁদায়ে বেতারে ছড়াই সঙ্গীত ;
অতলের তলে মুক্তা কাঁদিলে ঝাঁপ দি' হারায়ে সম্বিৎ।
প্রিয়াকণ্ঠের মিনতি যে অতি-অবশ্য-প্রতিপাল্য,—
সাগর-সেঁচা সে মুকুতার পাঁতি সূচে বিঁধে' গাঁথি মাল্য
ফণীর ফণার মণি জিনে' আনি' সাজাই রমণী-অঙ্গ ;
মথুরার পাটে বসে' হেরি পুনঃ ব্রজের আগুন-রঙ্গ।
পূর্ণিমারাতে দোললীলা মাতে, অমায় দীপালি-লীলা গো !
—আছাড়ে পটকা বানাই পটাসে মিশায়ে মনঃশিলা গো !

চিরদিনই আমি খাঁটি ভক্তের অকপট-চাটু-মুগ্ধ,
ভক্তির ফাঁসে বাঁধি' ভগবতী ফুঁকায় দুহাই দুগ্ধ।
কীর্ত্তনাবেশে নাচিয়ে বাজাই মরা চামড়ার খোল গো,—
কসাইখানার লভ্য খসায়ে বসাই পিঁজ্‌রাপোল গো!
দুচোখে কুড়ায়ে শারদ-স্বর্ণ-সায়াহ্ন-সৌন্দর্য্য,
সন্ধ্যা উৎরে' প্রাণ-বন্ধুরে দিই বন্ধকী কর্জ্জ।
লীলা এ সকলই, লীলা এ,—
কাঁচায়ে নামাই পাকা ঘুঁটি, কভু পাকাই কাঁঠাল কিলায়ে।

অজানিতা-হৃদি-হরণ-কারণে ভাগীরথি হ'তে ভল্‌গা
স্বর্ণমৃগীর সোয়ার ছুটি গো বাগায়ে লোহার বল্‌গা।
লীলাবিলাসী এ মানস আমার কভু গৃহকোণে তুষ্ট—
অনামিকামূলে নামজপ সুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ!
অপাওয়া প্রিয়ার রূপায়ন করি কত রূপকের ছন্দে;—
মনের পুকুর পঙ্কে ভরাই ফুটাইতে মুখ-পদ্মে।
অগমনীয়ার গমন-স্মরণে বনের মরালী পুষি গো;
অধরা বধূর অধরের ভুলে তেলাকুচো তুলে' চুষি গো!
—আর্দ্র অন্ধ চিত্তগুহায় লীলাভুজঙ্গী দোলে রে!
মাথার মণির পাণ্ডু আভায় কুণ্ডলী বাঁধে খোলে রে!

মরুমায়া

কল্পতরুর ডাল নোয়াইয়ে ফাগুন-আকাশে ফুল পাড়ি ;
মেঘ্‌লা মনের ভাঙা কুঠারিতে পুরাণো স্মৃতির ঝুল ঝাড়ি।
ঘরের বাঁধনে বাহির বাঁধিতে সাধিয়া বেড়াই ঘর ঘর,
পরকে আপন করিবার লোভে, আপনেরে করি নিস্পর।
প্রেমবীক্ষণে বিম্বের মাঝে নেহারি বিশ্বডিম্ব ;
জগন্নাথের কাঠামো গড়িতে কাটাই আকাঠা নিম্ব।
অসীমের সাথে সীমারে মিলাতে কত কব যত লীলা গো ?
ঘরে পুষি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরে কিনে' শালগ্রাম-শিলা গো।
অমৃত-পথের সন্ধানে হেন ঘুরিতে ঘুরিতে মর্ত্ত্যে,
পিছলি' অকবি পড়ে যে কবির গভীর কীর্ত্তি-গর্ত্তে !

তোমারই লীলায় মিশানু বন্ধু,
আমার লীলার ভোল্‌ এই ;—
সাঙ্গ কোরে এ লীলাকীর্ত্তন
এস গোলে হরিবোল দেই।

মহারাজ

(মণীন্দ্রচন্দ্র)

একথা জানিতে তুমি, দীন বাংলার মহারাজ!
বাঙ্গালীর দুঃখ-দূর,—বিধিরও অসাধ্য সেই কাজ।
শুধু তার দৈন্যের বেদনা
তব দানে লজ্জা পা'ক,—এই ছিল তোমার সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
যে দেশে মানুষে নিত্য করিতেছে মনুষ্যত্বহীন,
সেথা তব ভাণ্ডারের ধন
অর্ব্বুদ মুমূর্ষু দেহে রক্ষিতে জীবন
পারে কতক্ষণ,
এ কথাও বুঝিতে রাজন্!

তবু ভেবেছিলে,—

ভিক্ষুকের যদি লজ্জা হয়, তুমি তব সর্ব্বস্ব সঁপিলে'।

যদি কোন দিন

ভিক্ষাহীন,

সন্ধ্যামুখে ফিরিতে কুটীরে,

তিমিরের তীরে

অকস্মাৎ ফিরে' পায় জ্ঞান,—

দাতার দানে বা প্রত্যাখ্যানে আত্মার সমান অপমান ;—

যদি শির তুলি' পূর্ণ-আশে

সহসা সে

থমকি' জীবন-তটে চেয়ে ছ্যাখে উন্মুক্ত আকাশে ;

যদি পদতলে

কঠিন মৃত্তিকামাত্র ভর করি' দলে দলে দলে

রাত্রে পথ চলে ;—

তবে

যা হবার হবে,—

থাকে থাক্, যায় যাক্ চলি'

লক্ষ্মীর বঞ্চনাময় সুসঞ্চিত কাঞ্চনের থলি,

হয় হস্তী পদাতি পুত্তলি ;

থাকে থাক্, যাক্ যায় যদি,—

ঋণ-স্রোতে ভেসে যাক্ ভাগ্যস্রোতে ভেসে-আসা গদি !

শুধু থাক্,
শুধু থাক্,—
অক্ষম দেশের 'পরে আত্মীয় আত্মার অভিমান,—
পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিচারে দান!
তোমার বুকের লজ্জা বাঙ্গালীর মর্ম্মে বিঁধে' থাক্;—
যা'র ঘরে ঘরে
নিষ্কর্ম্ম দরিদ্র পিতা ভিক্ষা সার করে
অপত্যের অন্নমুষ্টিতরে;
যাহার সন্তান
ভিক্ষাভিন্ন নারে রক্ষিবারে জননীর কটির সম্মান;
শিক্ষকেরা যা'র শিক্ষালয়ে,
বিলায় ধিক্কৃত শিক্ষা ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে;
গ্রামে গ্রামে নদী-তীরে-তীরে,
মন্দিরে মন্দিরে
কায়ক্লিষ্ট পূজারীর সাথ
বার-বার-নিগৃহীত বিগ্রহ মেলিয়া আছে হাত;
যাহার অঙ্গনে
মুঞ্জরিত তুলসীর বনে
পথ্যাভাবে রোগমুক্ত পিতৃ-শব পচে,
ভিক্ষা এনে পুত্র চিতা রচে;
যার ধর্ম্মরীতি,
কাব্য, প্রেমগীতি,

রাজ-ভয়-ভীত রাজনীতি,—
ভিক্ষাবৃত্ত কাঙালের হীন অর্থপ্রীতি!
নিজেরে নিঃশেষ করি' দানে দানে তার
ঘরে ঘরে বুকে বুকে জাগাবে ধিক্কার,
এই আশা ছিল ত তোমার।

হায় মহারাজ!
তোমারে হারায়ে যা'রা ঘরে পরে কাঁদিতেছে আজ,
তাদের ত লাগেনি এ লাজ!
তা'রা আজও ফিরে চায় দাতা!
দেশের দশের কাজে চায় তা'রা, হায়রে বিধাতা,
খোলা থাক্ খাতা!
তা'রা বুঝিল না,—তব দান,
—দেশের মুক্তির পথে নব অবদান,—
বহিছে কি বাণী!—
'দান শুধু দানই,
দাতারে দরিদ্র করে, দরিদ্রে সে করে না মহৎ,
আত্ম-জয়-যাত্রিকের নয় নয় ভিক্ষা নয় পথ।'

মহারাজ

জানিতে জানিতে মহারাজ,
যে কাজ করিতে চেয়েছিলে, মানুষের অসাধ্য সে কাজ।
তখন এসেছে শেষ ডাক,
দেখি মোরা হইয়া নির্ব্বাক,—
সংক্ষুব্ধ-সমুদ্র-লীন পক্ষহীন জাগিতেছ বিরাট মৈনাক!
তবু প্রাণপণ,
অন্তরে জপিছ তব পণ,—
নিজের সর্ব্বস্ব যায় যাক্,
শুধু থাক্,—
রক্তমেঘ সন্ধ্যাকাশে চক্ষের সম্মুখে জেগে থাক্,—
আঁধার দেশের দৈন্য উত্তুঙ্গ নিশ্চল,
দানের আলোকদীপ্ত কলঙ্ক-কজ্জ্বল
সে লাজমহল!

সরল চণ্ডী

পুরাকালে সুরপুরে বেধেছিল সুরাসুরে
রাজ্য লইয়া ঘোর দ্বন্দ্ব,
ভীষণ মহিষাসুর সুররাজে করি' দূর,
স্বর্গের গেট্ করে বন্ধ।
রবি শশী যমরাজ ত্যজি' পুরাতন সাজ,
শিরে ধরি' অমরারি পাক্ড়ি,
ঘর-বার রাখিবারে দৈত্যের দরবারে
নিয়ে নিল ভাল ভাল চাকরি।
লভি' ইন্দ্রত্বম্ দৈত্য হ'য়ে গরম,
চালাইল চাবুক ও তয়্ফা;
দেবগণ মুক্তির করে যুক্তি-স্থির,—
দাসত্ব কত কালই সয় বা?

হোথা বীর সুরপতি ঘুরে দুঃখিত-মতি,
অপ্সরী সুধা রতি পায় না,—
ত্রিভুবন হেঁটে' হেঁটে' অবশেষে কেঁদেকেটে'
ভবানি-চরণে ধরে বায়না ঃ—

মা—গো, মা—গো, জাগো—রাগো—,
দৈত্য মারিয়া রাখো স্বর্গ,
নহে,—তেত্রিশ কোটী তোর পায়ে মাথা কুটি'
অমর মরিব আজি সর্ব্ব।

স্তুতি-প্রবুদ্ধা শিবা সংক্রুদ্ধা
গর্জ্জি' কহেন,—শুন সুরনাথ!
মারিতে অমর-অরি বল কি উপায় করি?
সবই আছে, শুধু মোর নেই হাত!

প্রণমি' ইন্দ্র কহে, অনুতাপে তনু দহে,
দনুজের সহ তুমি যুঝ মা!—
মোরা পাঁচজনে মিলে' নিজ ভুজ কাটি' দিলে
আপনি হইবে দশভুজ মা।

শুনি' চণ্ডীর তোষ, দানবের গ্রহদোষ,
ভাগ্য-কলসী চিরছিদ্রা ;—
মায়ের সাহস পেয়ে সুরপতি নেয়ে খেয়ে
বহুকাল পরে দিল নিদ্রা।

শিব কন—শিবানি! শুনিলাম কি বাণী?
আমার মহিষে না কি মার্ব্বে?
পরম সে শৈব, আমি পিছে রৈব,
তুমি তার কি করিতে পার্ব্বে?
শিবানী কহেন হেসে'— সত্য ক্ষেপিলে শেষে,
তোমার ভক্তে আমি মারিব!
সুখে-ঐশ্বর্য্যে সে তোমা ভুলেছে যে,
তাই আজ তারে আমি তারিব।
শিবসনে করি' রফা, সারিতে মহিষ-দফা
ধরে দেবী দশভুজা মূর্ত্তি;
দৈত্যের হ'ল ক্ষয়, বকলমে রণজয়
করি', দেবগণ করে ফূর্ত্তি।
এ কথা জগজ্জন হ'য়েছে বিস্মরণ,
এ কথা মা নিজে গেছে ভুলিয়া;
শুধু এ শক্তি-বীজ বাঙালী করিয়া নিজ্,
বিজয়ায় ভাঙ্ খায় গুলিয়া!
শাস্ত্র-পুরাণ-গাথা, সত্য কি মিথ্যা তা
অধম হাতুড়ে কবি কি জানি?
বাংলার হাওয়া-জলে যে কথা ভাসিয়া চলে
সেই কথা পাঁচালীতে বাখানি,
মনে ভাবি মায়ের বাঁ পা-খানি।

সুন্দরবনের গান

প্রেমের লাগি' দেশ ছেড়েছি, শোন বন্ধুবর!
প্রিয়ার সাথে বেঁধেছি ভাই সুন্দরবনে ঘর।
সুন্দরবনে বাস আমাদের, সুন্দরবনে বাস ;—
ভেরি বেঁধে' নোনাপানি ঠেকাই বারোমাস।
সুন্দরবনের চর গো বন্ধু, নুন-দরিয়ায় ঘেরা,—
তারি মাঝে মিঠে পানি সকল পানির সেরা।

'গেঁয়ো'র খুঁটি, 'বাণী'র রুয়ো, 'হাঁতাল' কেটে' ছড়,
উলুখড়ের ছাউনি দেওয়া মোদের কুঁড়ে ঘর।
উলুখড়ের ছাউনি চালে, উলুখড়ের ছাউনি,—
তারি তলে কেঁপে' জ্বলে পিয়ার চোখের চাউনি।
বনে জ্বলে বুনো আগুন কালা-জঙ্গল-পার,—
পিয়া করে আমার তরে শনিমঙ্গলবার।
'সুন্দ্‌রী' গাছে মাচান্ বেঁধে' কাটাই চৈতি রাতি,
দখিন্ হাওয়ায় নেবে জ্বলে দূর দরিয়ার বাতি।
বনে ডাকে বনের বাঘা আগা-গোড়া ডোরা;
হাঁতাল-ঝোপে ময়াল সাপে ধরে 'দাঁতাল বোরা'।
চরের পাখী হঠাৎ ডাকি' ঘুরে' উড়ে যায়।
সাঁতার কেটে' কুমীর উঠে' জোচ্ছনা পোহায়।
চম্‌কে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় ভীতু হরিণ-দল,—
দুর-দুরিয়ে ছুটে' পালায় কাঁপিয়ে জঙ্গল।
চাঁদের ঝোঁকে জোয়ার ঢোকে সোঁদর গাঙে গাঙে,—
ভাঙ্গন্-মুখে সুন্দরী গাছ কেঁপে' কেঁপে' ভাঙে।
দখিন্ হাওয়ায় জোয়ার লাগে জংলা গাছের তল্—
তটের বুকে ঢেউএর সুখে তল্-তলাতল্-তল্।
হথা, পাপিয়া পিক্ কাঁদায়না দিক্ চাঁদ্‌নি আকাশ ভ'রে,
সাগর-কূলে আগড় খুলে' দখিন্ হাওয়াই ঘোরে।
সাগর-পারের স্বপন এনে' গাঙে সে ভুলায়;
গাঙ্-কপোতীর সাথে সাথে সোঁতে ভেসে' যায়

সুন্দরবনের গান

দখিন্ হাওয়া, দখিন্ হাওয়া, মাতল হয়েছে রে!
পালের তরীর আঁচল ধরি' গাঙে গাঙে ফেরে।
কাঁচা বনের সবুজ কাঁচল টানে দখিন্ হাওয়া;—
পিয়ার পিঠের এলোকেশে আমার তনু ছাওয়া!
দেশের শেষে সুন্দরবন রে, দখিন্ হাওয়ার দেশ,—
চোখে মুখে ঝাপট্ লাগে পিয়ার এলোকেশ!
সুন্দরবনের খোলা চরে নাচে খঞ্জন পাখী,
সোণারই পিঞ্জরে নাচে দুটি পোষা আঁখি।
এদেশের মৌমাছি কেবল পদ্মমধুই খায়,—
পিয়াসী আমারে পিয়া অধর পিয়ায়।
লোলুপ দিঠি পিয়ার মুখে উড়ে পাকে-পাক,—
পদ্মবনের মৌমাছি বা পদ্মে বাঁধে চাক!

সুন্দরবনে বাস গো বন্ধু, সুন্দরবনবাসী,
নোনাপানি ঠেকিয়ে মোরা এক ফসলের চাষী।
মিছে আমায় ডাকো বন্ধু, মিছে ফিরে ডাকো,
তার চেয়ে ভাই তুমিই মোদের অতিথ হইয়ে থাকো
তোমার সাথে বাইনু প্রাতে গাইনু কাঁদন্-গান,
টানা পথের বাঁকে বাঁকে ছিল ভাঁটার টান।
মোহানাতে দেখি—একি উজান বহে বারি!
সাধে কি হইনু রে বন্ধু সুন্দরবনচারী!

ফিরিতে কোয়োনা গো আর, ফিরে যেওনাকো ;
দুখের বন্ধু সুখের ভাগী অতিথ হইয়ে থাকো।
থেকে যেও, দেখে যেও ভাদর অমা-রাতে;—
—ষাঁড়াষাঁড়ির বানে সাগর গাঙে যখন মাতে—
আমি দাঁড়ে পিয়া হালে, থাক্‌বে না আর কেউ,
এই সুন্দ্‌রী কাঠের নায়ে কাট্‌বো কালাপানির ঢেউ!

মুক্তি-ঘুম

দূর দুর্গম দুর্গের আড়ে সূর্য্য অস্তে নামে,—
বন্ধুর সাথে দেখা হ'ল পথে শ্রীচৌরঙ্গীধামে।
ভরা দখিনায় ভেসে চ'লে যায় বৈশাখী শনিবার,
সন্ধ্যাবিহারী শ্বেত নরনারী, হাওয়াগাড়ি অনিবার।
দখিনার ঝড়ে নু'য়ে নু'য়ে পড়ে শ্যাম পথতরুদল,
চলে তলে তলে রূপবিলাসিনী যৌবন-বিহ্বল।
ইষ্টসিদ্ধ অক্‌টর্লোনি ইষ্টকযোনি পেয়ে—
অম্বরে অঙ্গুষ্ঠ উঠায়ে উদাস র'য়েছে চেয়ে।
মাঠঘেরা বাড়ী, একপাশে তারি ডালছাটা অশ্বত্থ,
পথভোলা এক বেহায়া কোকিল তাহে পঞ্চম-মত্ত।
বাঁকাচোরা বুড়া বলরামচূড়া ফুলে ফুলে লালে-লাল,
শ্যামল আঁধারে লম্পট হাওয়া লুটে বকুলের ডাল।
দম্‌কা দখিনা বহি' আনে শত গন্ধের সন্দেহ ;—
পাষাণ-চাপা এ সহরেরও বুকে কত বসন্ত-স্নেহ !

বৈশাখী সাঁঝে জনতার মাঝে তড়িৎ-দীপ্ত পথে
আমারে দেখিয়া থামিল বন্ধু, নামি' এল রথ হ'তে।
"এমন সময় এদিকে কোথায় ?" কহে বিস্ময় মেনে',
"তোমার ডেরা ত চিরকাল জানি ছকু-খানসামা লেনে !"
আমি কহিলাম—"চলেছিনু ভাই তোমারই যে সন্ধানে,
আজ সন্ধ্যায় মোর সাথে চল আমার বাসার পানে।"

রাত্রি তখন অধিক হ'য়েছে ছকু-খানসামা লেনে,
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দিল টেনে'।
আমি ও বন্ধু নির্জ্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি—
[illegible] গিয়ে রাতের দখিনা ঘুরে' মরে অলিগলি।
পৌঁছি' বাসায় পরিচিত সিঁড়ি বাহিলাম চুপি চুপি,
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জ্বালি' কেরোসিন কুপি।
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কুণ্ঠিত সমাদরে,
রাতের মতন দুয়ার রুধিনু আমার শয়ন-ঘরে।
চরণ চাপিয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে
'বল বল ভাই মুক্তি কোথায় ? চরকা না বন্দুকে ?'
হাসিয়া বন্ধু পরম যতনে অঙ্গে বুলায় কর,
কানে কানে কথা কহে অতি মৃদু গোপন গভীরতর।
স্নেহের পরশে আঁখি মুদে' আসে,—গরাদের ফাঁকে ফাঁকে
সাগরের হাওয়া কাঁপায় কোণের কেরোসিন শিখাটাকে।—

মুক্তি-ঘুম

তন্দ্রা আসিলে বুঝিনু—বন্ধু কহিতেছে কানে কানে,—
"চরকাও বুঝি বন্দুকও বুঝি, মুক্তিরই নেই মানে।
"ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
"জীবনে মরণে কোনখানে কভু সত্য মুক্তি নাই।
"ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে',
"মুক্তি না পেয়ে ভোলা শঙ্কর মাঝে মাঝে যায় ক্ষেপে'।
"জল হ'তে তুলে' শুক্তি ভাঙিলে মুক্তা মুক্ত নয়,
"দল বেঁধে' তারা নূতন বাঁধনে কণ্ঠে দুলিয়া রয়।
"রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
"ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।
'ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধনলীলা,—
"চরকা ঘোরে ত ঘোরে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা!
'সৃষ্টি ত' শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে-পাক,—
'এরই মাঝে থেকে মুক্তি বন্ধু, সৃষ্টিছাড়া সে ডাক!
"বন্দুক হ'তে যে মুক্তিস্রোতে জড় কন্দুক ছুটে,
"সেই মুক্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে তুলো সুতো হ'য়ে উঠে।
"আসল মুক্তি এতে ওতে তাতে নেই যে তা নিঃসন্দ,
"নকলের তরে চরকা এবং বন্দুকে বৃথা দ্বন্দ্ব!
"যতেক মুক্তিপন্থী,—
"পুরাণো গ্রন্থি শিথিল করিতে কসে দৃঢ় নবগ্রন্থি।
"প্রোথিত দণ্ডে বসনখণ্ডে রঙিন্ বাঁধনে বাঁধি'
"মিলি' তারই তলে ভাবে দলে দলে মুক্তিসাধন সাধি।

"মাটীর কারায় যে তপস্যায় বীজেরা বক্ষ চিরে,
"তারি ফলে উড়ে মুক্তির ধ্বজা দীঘল তালের শিরে।
"সেই মুক্তির আনন্দ তার আকণ্ঠ ভরে রসে,
"ক্লিষ্ট মানব সে রস ভুঞ্জি' মাতাল হইয়া বসে।
"কে দ্যাখে বন্ধু, মুক্ত বীজের নিশানের তলে তলে
"ফলের কারায় নব বীজ হায় বাঁধা পড়ে দলে দলে।
"একক বীজের মুক্তি
"সাথে বহি' আনে লক্ষ বীজের নব-বন্ধন-চুক্তি।
"রসমাতাল ও মুক্তিমাতালে প্রভেদ জানিহ থোড়া,
"একজন কাটে তালের আগা ও আর জন কাটে গোড়া।

"যুগ যুগ ধরি' এই বিশ্বের যতেক মুক্তিকামী।
"তপ্ত তাওয়ায় কাটা কই হেন বিফলে উঠিছে ঘামি'।
"তার মাঝে যার বেদনা অসহ, সেই ছট্‌ফট্‌ করে,
"তেলের নুনের আইন না মেনে' আগুনে ঝাঁপায়ে পড়ে।

"ঘোর ঘর্ঘর ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ দ্রিমি দ্রিমি দ্রাম্ দ্রুম্!
"মোর বরে তোর কানের ভিতর সমান ঢালুক ঘুম,
"ঘুমা গো বন্ধু ঘুমা,—
"শুনিস্‌নে ভাই মুক্তির লাগি' কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।

মুক্তি-ঘুম

"ও কাঁদনে যদি কাঁদন মিলাস্ থামিবে না ক্রন্দন ;
"দুটি ক্ষীণ বাহু, কত কাটিবি রে বন্ধনে বন্ধন ?
"নিশার আকাশে একা নিরুপায় মুক্তি কাঁদিছে বসি'
"তারায় তারায় জাল বুনে' দিল বাঁধনের রসারসি!
"মুক্তির আশে চিরক্রন্দন—তারই নাম জাগরণ,—
"সে জাগরণের কত যে বেদনা, জানি তাহা মনে মন।
"তাই আমি যারে ভালবাসি তারে পরাই ঘুমের টিপ্,
"ঘুমাও বন্ধু ঘুমাও ঘুমাও, এই নিবাইনু দীপ!
"যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর-আঁখি চির-আধনিমীলিত,
"যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরিগুহায়িত,—
"সেই ঘুম হ'তে এনে'
"তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু ছক্কু-খানসামা লেনে।
"যখন ঘটিবে যে রঙ্গ চৌরঙ্গীর মোড়ে মোড়ে—
"গোপনে গোপনে আপনি আসিয়া স্বপনে শোনাব তোরে।
"মোর 'পরে তুই বিরূপ হ'লেও ভালবাসি তোরে ভাই,
"ঘুমের পাতালে গুম্ কোরে তোরে দ্বারে আমি জাগি তাই।"

কবির ঠিকানা

পাড়াগেঁয়ে কবি ;—প্রভুর আদেশে
সহরেতে তার আসা ;
বহু খুঁজে' নিল মোহিনী রোডেতে
ছোট্ট একটী বাসা।
খুঁজে' নিল বাসা, যথা সম্ভব
মিলায়ে কাব্য-কোড্,
অনতিদূরেই বকুল বাগান,
পাশ দিয়ে রসা রোড্।
বামে কারখানা, কোণে জঙ্গল,
ছোট্ট বাসার কাছে
বহু-ভাষাভাষী খোট্টা-পাড়া ও
মস্ত বাজারও আছে।

কবির ঠিকানা

কারখানাটার ছোট সংসারে
দিনরাত ঠোকাঠুকি,
হাতুড়ির চোপা শুনিয়া কোঁপায়
হাপোর অগ্নিমুখী।
উঁচু নারিকেল সুদূর বনের
বেতার বার্ত্তা পায়।
তলে পোড়ে' এক একা সহকার,
কিছুই বলে না তায়।
প্রবাসে বেসাথী সহকারে ঘটে
মাস তারিখের ভুল,
আষাঢ়ে পৌষে কি ভেবে' হয় সে
সহসা মুকুলাকুল!

পাড়াগেঁয়ে কবি, সহরের ভিড়ে
পেয়ে গেল হেন ডেরা,
জঙ্গল পানে মুখটী তাহার,
পথ পানে পিছু ফেরা।
যত দোষই দেই,—ভাগ্যের কথা
কিছুই যায় না বলা;
ছোট্ট হ'লেও বাসাটী কবির
এক দুই তিন তলা।

মরুমায়া

একতলে কবি করে স্নানাহার,
দোতলায় শোয় রাতে,
মাঝে মাঝে ছুটে' তেতলায় উঠে
খাতা পেন্‌সিল হাতে।

একতলা আর দোতলা কতক
মজবুৎ করে গাঁথা,
তেতলার চিলে কুটুরিটী গড়া
কুড়ায়ে আনিয়ে যা তা।

নড়ে' নড়ে' ওঠে ছোট চিলে-কোঠা
কালবোশেখীর ঝড়ে,
ঝঞ্ঝামত্ত ঢ্যাঙা নারিকেল
টোলে এসে গায়ে পড়ে।

জ্যৈষ্ঠ-দুপুরে তেতে' ওঠে কোঠা
নিজে কড়া রোদ টানি' ;
বর্ষার ছাটে নির্ঝঞ্ঝাটে—
ধুয়ে যায় ঘরখানি।

অবাধে ঢোকে রে শীতের বাতাস
ভাঙা জানালার ফাঁকে,
ফাগুনে চৈতে দারুণ দখিণা
উড়ে' যেতে সাথে ডাকে।

কবির ঠিকানা

ঢাক্‌না-হারানো কৌটারই মত
ছোট চিলে-কোঠা বটে,
সেথা ব'সে কবি হেরে জলছবি
আকাশের মরুপটে।
ঘুলঘুলি দিয়ে ছেলেমেয়েগুলি
উঁকি মেরে' মেরে' যায়,
আধফোটা যুঁই পাতার আড়ালে
বাতাসের স্নেহ চায়।
আশপাশ দিয়া যায় কবিপিয়া
টিপিয়া টিপিয়া পা,
আসে যদি কবি তেতলা ছাড়িয়া
দোতলায় নামিয়া।
নেমে' যায় মেয়ে, নেমে যায় প্রিয়া,
নামে সে দোতলা বাড়ী,
কৌটোয় চেপে' কবি ততখন
আকাশে দিয়েছে পাড়ি।
যত চলে কবি, চলে মায়াছবি
আকাশের সীমানায়,
মাঠ পার হ'য়ে বন পার হ'য়ে
সাগর যে দেখা যায়।

মরুমায়া

এপারে সাগর ঊর্ম্মি-জাগর,
ওপারে অপার ঘুম,
ভাণ্ডার কবির ভাঙা কৌটায়
লাগে বুঝি মৌস্থম !

ঘুরে' আসে কবি কৌটোয় চেপে,
নামে ক্রমে দোতলায়,
একতলে কেবা কড়া নেড়ে' গেছে,
পৌঁছেনি তেতলায় !
কবির বাসার ঠিকানা এবার
মিলেছে, ভেবেছ ভাই !
কেমনে বন্ধু সন্ধান পাবে ?
নম্বর লেখা নাই !

———

হাটে

হাটে হাটে আমি ঘুরে' যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট ;
হাটের বক্ষে দেখে' যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ।
কত যে মাঠের আঁচলের ধনে
ভরা এ হাটের ডালা,
কত যে মাঠের ছিন্ন কুসুমে,—
হাটের গলার মালা !

মরুমায়া

আড়তে আড়তে বেড়া'তে বেড়াতে
বাতাসে অকস্মাৎ
মনের খাতায় উলটিয়া যায়
মাঠের শ্যামল পাত।
আঁখি মুদে' দেখি—মাথার ভিতর
ঘনায় শাওন-ঘোর,
নূতন ধানের ঢেউ তুলে' যায়
বুকের শোণিতে মোর!
আঁখি মেলে' দেখি—চতুর কয়াল
মাপিয়া চলেছে মাল,
সূক্ষ্ম হিসাব, লোকসান লাভ
কত ধানে কত চাল।
তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে,
তবে যাবে ঠিক জানা,—
শর্ষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিয়া
বাঁধিল কেমন দানা।
কত না মাঠের কাঁচা শ্যামলতা
পাণ্ডুর হ'ল পেকে',
মাঠের মূল্য চুকাইয়ে দিয়ে
হাট নিল তারে ডেকে'।

হাটে

সব্‌জী-বাজারে আসিয়া দেখি যে—

পড়িয়া হাটের ফাঁদে

ফলে ফুলে পাতে শীতের প্রভাতে

মাঠের শিশির কাঁদে।

সোটা-বাঁধা-বাঁধা লোটে লাউ-ডগা,

মোলাম্ পালম্-আটি,

মূর্চ্ছিত চিতে চাহে কি স্মরিতে

মাঠের কোমল মাটি!

সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্ত্তা কি

স্মরিছে রে বার্ত্তাকু?

কচি বুক হাটে সুলভ করিতে

ফলে ফালা দিল চাকু!

মাটির বক্ষ খুঁড়ে' খুঁড়ে' তোলা

কত মূল, কত কন্দ,—

ধুয়ে' মুছে' ডালি ভ'রেছে রে, তবু

র'য়েছে মাটির গন্ধ।

টাট্‌কা ফলের মট্‌কিয়ে বোঁটা

দেখে' লয় নির্যাস,—

গন্ধে তাহার ভেসে' ভেসে' আসে

মাঠের দীর্ঘ-শ্বাস।

হারায়ে হারায়ে গেরুয়া মাঠ কি

বিবাগিনী হ'ল ভাই?

কচি বয়সেই ছাঁচি কুমড়োকে
দু'হাতে মাখাল ছাই!

শুনে' আসি আমি থর-সজ্জিত
ফলের দোকানে পশি'—
ওদেশের মাঠ কাঁদিছে নীরবে
এদেশের মাঠে বসি'।
থোলোর আঙুর বোঁটা হ'তে আজও
পায়নিকো পুরো ছুটি—
মরেছে আপেল,—ফুটে' আছে তবু
দু'গালে গোলাপ দু'টি।
রসালের গালে গড়া'ল অশ্রু,
আজও দাগ দেখা যায়।
কঠিন বেদানা বুকে টোল্ খে'ল
না জানি কি বেদনায়!
শিকায় টাঙানো তরমুজ নারে
বহিতে আপন ভার;
ডালায় থাকানো কিস্‌মিস্ ভাবে—
শুষ্ক জীবন তার!

হাটে

বাস্‌নায় বাঁধা ফেটে' পড়ে ফুটী
না জানি কি স্মৃতি-ভারে !
বাক্সয় ঢাকা আঙুরের 'মমি'
ঘুমায় রে সারে সারে !

হাটের মধ্যে নিরর্থ আমি,—
এলোমেলো মোর হাঁটা ;
বামে মাথা ঠুকে' চলিতে সমুখে,
চোখে পড়ে মেছোহাটা।
মেছোহাটে ঢুকে' জনারণ্যের
নির্জ্জনতার মাঝে,
গোপনচিত্তে কার নিমিত্তে
গভীর বেদনা বাজে ?
কোন্ খাল-বিল-নদী-নিবাসের
কি সজল-স্মৃতি-ঘায়
ডাঙার প্রবাসে কাতর কাতল্
থেকে থেকে খাবি খায় !
কোন্ সে নিতল শীতল পঙ্কে
ছিল পাঁকালের বাসা ?
ডালার কই যে ঘেমে' ওঠে ওই,
এখনো পোষে কি-আশা ?

মরুমায়া

খেলিয়া বেড়া'তে জলের দুলাল,
ঢেউএর আঁচলে ঢাকা,
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে
জালে জড়াইল পাখা।
এখনো যে দেহ রূপোর পাত্‌রে,
হীরের টুক্‌রো আঁখি,—
মরণের শীত করে নিবারণ
বরফের কাঁথা ঢাকি'।
মেছোহাটে ঢুকে' জন-কল্লোলে
জল-কল্লোলই শুনি,—
নির্জ্জন তটে চেয়ে নিরুপায়
শুধু হায় ঢেউ গুণি।

মাঠের বেদন জলের কাঁদন
হাটে যে মিলিল,—তাই
হাটে হাটে আমি ঘুরে' মরি বৃথা,
হাট করিনে রে ভাই!

দীপ-পতঙ্গ

অমাবস্যার শ্যাম অম্বরে

রজনী দীপান্বিতা ;

আজ যে দীপালী, ওরে পতঙ্গ !

বিস্মৃত হ'লি কি তা ?

মহারণ্যের পাতায় পাতায়

পাতা ঘর প'ড়ে থাক্,

শুভ দীপালীর মরণোৎসবে

শোন্ রে, প'ড়েছে ডাক।

তিমির-পুরীর ললাটে ত্যাখ্ ওই

লক্ষ প্রদীপ আঁকা,

গহন বনের কোণ ছেড়ে' আজ

আকাশে মেল্ রে পাখা।

ক্ষণ-মিলনের অনলে তোদের

পোড়াতে প্রাণের আশ

তারায় তারায় কাঁপে ইসারায়

মরণের ভ্রূবিলাস।

জীবন-বৃন্তে মরণই ত ফুটে,

কেন সন্দেহাকুল ?

দীপালী রাতের জ্যোতিরুদ্যানে

তোরা মরসুমী ফুল।

আজি নটনাথ নৃত্য ভুলিয়া

মহাকালরূপে শুয়ে ;—

নেচে' চলে শ্যামা তাথিয়া তাথিয়া

চরণে মরণ ছুঁয়ে।

সে শ্যামা পূজায়, তোরা পতঙ্গ

শ্যাম পুষ্পাঞ্জলি ;

দীপে দীপে দীপে শিখার খড়্গে

লক্ষ নীরব বলি।

দীপ-পতঙ্গ

তোদের ধূপের শ্যাম ধূমে ঢাকে

দীপের রক্তপ্রভা,

তোদের মরণে শ্যাম হ'য়ে উঠে

শ্যামার রক্তজবা।

নহে বিদ্রোহ, নহে সে ত মোহ,

অভিমানও নহে হায়,

দগ্ধ দীপের দাহনই ত প্রেম,

গাহন করিস্ তায়।

দীপান্বিতার দীপে দীপ জ্বালা,

সে নহে তোদের কাজ ;

ওরে পতঙ্গ, দীপ্ত শিখায়

ঝাঁপ দিতে চল্ আজ।